দীক্ষিতের শ্রীশ্রীকৃষ্ণপূজা

স্বামীনারায়ণানন্দতীর্থ কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী
ভাদৈনী, বারাণসী-১

দীক্ষিতের শ্রীশ্রীকৃষ্ণপূজা

স্বামী নারায়ণানন্দতীর্থ কর্তৃক
সঙ্কলিত
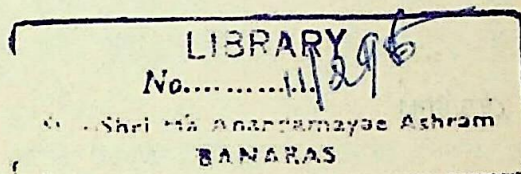
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী
ভাদৈনী, বারাণসী-১

প্রকাশক : শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী
ভাদৈনী, বারাণসী-১

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৭৬

মূল্য : দেড় টাকা

মুদ্রাকর : অনুপকুমার দত্ত।
অনুপপ্রিণ্টার্স্
৪৭/৭ রামাপুরা, বারাণসী।

প্রাক্কথন

এবার (১৯৭৪ খৃঃ, ১৩৮১ সাল) পরমারাধ্যা বিশ্বজননী পরম-স্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর শুভ জন্মোৎসব বম্বে মহানগরীতে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমায়ের দয়ায় এই অসুস্থ্য শরীর নিয়াও এই মহোৎসবে যোগদান করিবার সুযোগ ও সুবিধা তিনি করিয়া দিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার শ্রীচরণে এই অধম সন্তান পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণাম নিবেদন করিতেছে।

সেই সময় সম্পূর্ণ ভারতব্যাপী রেল ধর্মঘটের দরুন রেলে গতাগতি এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই কারণে আমরা জন্মোৎসবের পর শ্রীশ্রীমায়ের অনুকম্পায় তাঁহার পুণাস্থিত অতি সুন্দর আশ্রমে যাইয়া প্রায় দেড়মাসকাল বাস করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হই। ফলে আমরা শ্রীশ্রীকরুণাময়ী মায়ের দর্শন ও তাঁহার দুর্লভ সৎসঙ্গের দ্বারা পরম উপকৃত হই এবং সাথে সাথে উত্তর ভারতের মে জুন মাসের প্রচণ্ড গরমের হাত হইতেও অব্যাহতি লাভ করি।

পুণা আশ্রমে থাকাকালীন শ্রীশ্রীমায়ের কতিপয় ভক্ত-সন্তান আমাকে একাধিকবার বলেন ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যা আনন্দবার্ত্তায় যেমন শ্রীশ্রী শিবপূজাপদ্ধতি বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছিলেন সেই রকম শ্রীশ্রীকৃষ্ণপূজাপদ্ধতিও লিখিলে অনেকের পূজা করিতে সুবিধা হইবে। ইহার পূর্ব্বেও পরম প্রীতিভাজন ব্রহ্মচারী

শ্রীনির্ম্মলানন্দজী আমাকে কয়েকবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণপূজা ও শ্রীশ্রীশক্তিপূজা-পদ্ধতি লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই অপটু শরীর লইয়া এখন তো আর কোন পূজাদি করিতে পারি না। যদি পূজা-পদ্ধতি লিখিলে কাহারও দেবপূজায় কিঞ্চিৎ সাহায্য হয় সেই জন্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি লিখিতে প্রয়াস করি। ইহা দ্বারা যদি কাহারও পূজা করিতে একটুও সুবিধা হয় তাহা হইলে নিজেকে কৃতার্থ ও শ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী, বারাণসী এই পুস্তিকা ছাপাইবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে এই দুর্দিনে ইহা প্রকাশিত হইত কিনা সন্দেহ। এই জন্য আমি উক্ত সোসাইটীকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

'দীক্ষিতের শ্রীশ্রীকৃষ্ণপূজা' সঙ্কলন করিতে কয়েকখানি পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি। তাহার মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধির "আহ্নিক কৃত্যের" নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকর্ত্তাদের লিখিত পুস্তকের সাহায্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি ॥ইতি॥

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, ১৩৮২ — নারায়ণানন্দ তীর্থ

দীক্ষিতের শ্রীশ্রীকৃষ্ণপূজা
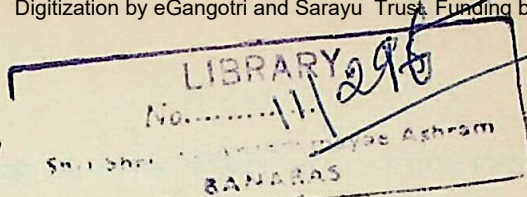
[বিশেষ দ্রষ্টব্য—

যাহাদের প্রণবের অধিকার নাই তাহারা ওঁকার ও স্বাহার স্থানে নমঃ বলিবেন। ব্যতিক্রমে প্রত্যবায় হয়।]

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে আসনের উপর পশ্চিম কিংবা দক্ষিণমুখী করিয়া বসাইয়া পূজক পূর্ব্ব কিংবা উত্তরমুখী হইয়া বসিবেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ পূর্ব্ব কিংবা উত্তরমুখী করিয়া উপবেশন করাইয়া পূজক স্বয়ং উত্তর কিংবা পূর্ব্বমুখী হইয়া উপবেশন করিবেন। মোট কথা হইল শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহকে সম্মুখে অথবা বামে বা দক্ষিণে রাখিয়া পূজা করিতে হয়।

আসন সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন "চৈলাজিনকুশোত্তরম্"-ই প্রশস্ত। শুদ্ধ ভূমির উপর প্রথম কুশাসন, তাহার উপর কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম এবং তাহার উপর রেশমী বস্ত্রখণ্ড। অভাবে কুশাসন অথবা কম্বলের বা গালিচার আসনও ব্যবহার করা যাইতে পারে। দেশাচার অনুযায়ী সধবা স্ত্রীলোকেরা কুশাসন ব্যবহার করেন না। কাষ্ঠাসনে অর্থাৎ পিঁড়িতে, কেবল বস্ত্রাসনে ও ভূমিতে বসিয়া পূজা করা নিষিদ্ধ। দেবকার্য্যে অর্থাৎ পূজাদিতে ডান পায়ের উপর বাঁ পা রাখিয়া উপবেশন করিতে হয়। পিতৃকার্য্যে অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিতে ইহার বিপরীত অর্থাৎ বাঁ পায়ের উপর ডান পা রাখিয়া বসিতে হয়। অভ্যাস থাকিলে পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন বা সিদ্ধাসনে বসিয়াও পূজা করা যায়। একাসনে বসিয়া পূজা করিতে পারিলেই উত্তম। পূজায় কাল-নির্ণয় একটি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। দিনমানকে তিন ভাগ

করিলে প্রথম ভাগকে পূর্ব্বাহ্ণ, দ্বিতীয় ভাগকে মধ্যাহ্ন ও তৃতীয় ভাগকে অপরাহ্ণ বলে। প্রাতঃকৃত্য ও দেবপূজা পূর্ব্বাহ্ণেই সমাপন করা উচিত।

আচমন :—আচমন না করিয়া পূজাদি কার্য্য করিলে তাহা নিষ্ফল হয়। এইজন্য সকল কর্ম্মের আদিতেই আচমনের ব্যবস্থা আছে। কর্ম্মের অন্তেও আচমন করিতে হয়। কর্ম্মণোঽন্তে আচমনঞ্চেতি সামান্যম্। গৃহ্যপরিশিষ্ট। সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিষ্ণুস্মরণ করিবার বিধি থাকায়, আচমনান্তে বিষ্ণুস্মরণ করিতে হয়। ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ। দুইবার আচমন করিতে হয়॥:॥

বাম হস্তে কুশী ধরিয়া তদ্দ্বারা কোশা প্রভৃতি পাত্র হইতে যে-পরিমাণ জল ব্রাহ্মণের হৃদয় পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠ পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের তালু পর্য্যন্ত যাইতে পারে সেইটুকু জল গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ-হস্তের ব্রাহ্মতীর্থে তিনবার লইয়া তিনবার পান করিবে। তৎপর হাত ধুইয়া অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জন করিবে এবং তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা একবার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া ডান হাত ধুইবে। তারপর তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা মিলিত করিয়া তাহার অগ্রভাগ দ্বারা মুখ স্পর্শ করিয়া যথাক্রমে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম নাসারন্ধ্র, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম নেত্র, তদ্দ্বারাই দক্ষিণ ও বাম কর্ণ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ দ্বারা নাভি স্পর্শ করিয়া (হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক) করতল দ্বারা হৃদয়, দক্ষিণ হস্তের সমস্ত অঙ্গুলীর দ্বারা মস্তক এবং ঐ সকল অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও

বাম বাহুমূল স্পর্শ করিয়া হাত ধুইবে। জলপান হইতে এই হস্ত প্রক্ষালন পর্য্যন্ত করিলে একবার আচমন হয়। অনুপনীত দ্বিজ-বালক এবং স্ত্রী ও শূদ্র দক্ষিণ হস্তের সমস্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা জল লইয়া ওষ্ঠে একবার বা তিনবার ছিটাইবে এবং পূর্ব্ববৎ ওষ্ঠাধর মার্জ্জনাদি করিবে।

আচমনের অর্থ :—আকাশে সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশমান, বেদাদি-শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ, পরমেশ্বরের উৎকৃষ্ট তত্ত্ব, জ্ঞানীরা সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন ॥১॥

বৈষ্ণবদিগকে সাধারণ আচমনের স্থলে বৈষ্ণবাচমন করিতে হইবে।

বৈষ্ণবাচমন :—ওঁ কেশবায় নমঃ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ মাধবায় নমঃ, এই তিন মন্ত্রে তিনবার জলপান করিবে। ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এই দুই মন্ত্রে দুই হস্ত প্রক্ষালন করিবে। ওঁ মধুসূদনায় নমঃ, ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ ওষ্ঠাধর মার্জ্জন করিবে। ওঁ বামনায় নমঃ, ওঁ শ্রীধরায় নমঃ—মুখ মার্জ্জন করিবে। ওঁ হৃষী-কেশায় নমঃ—হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ—পদে জল প্রোক্ষণ করিবে। ওঁ দামোদরায় নমঃ মস্তকে জল প্রোক্ষণ করিবে। ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ—মুখ স্পর্শ করিবে। ওঁ বাসু-দেবায় নমঃ—দক্ষিণ নাসিকা স্পর্শ করিবে। ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ—বাম নাসিকা স্পর্শ করিবে। ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ—দক্ষিণ নেত্র স্পর্শ করিবে। ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ—বাম নেত্র স্পর্শ করিবে। ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ—দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। ওঁ নৃসিংহায় নমঃ—বাম কর্ণ স্পর্শ করিবে। ওঁ অচ্যুতায় নমঃ নাভি স্পর্শ করিবে।

ইহার পর হাত ধুইবে। ওঁ জনার্দ্দনায় নমঃ—হৃদয় স্পর্শ করিবে। ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ—মস্তক স্পর্শ করিবে। ওঁ হরয়ে নমঃ—দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ করিবে। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ বাম বাহুমূল স্পর্শ করিবে।

জোড়হস্তে—ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥২॥
ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।

ওঁ শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসসম্।
প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিম্ ॥৩॥
ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥৪॥
ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষঃ।

ওঁ মাধবো মাধবো বাচি, মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবঃ ॥ ৫ ॥
ওঁ শ্রীমাধবঃ।

অর্থ ঃ—যিনি যাবতীয় মঙ্গলজনক পদার্থের মঙ্গলজনক, অভীষ্ট-লাভের জন্য যিনি উপাস্য, যিনি অভীষ্টদাতা এবং যিনি মঙ্গলময়, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিবে ॥ ২ ॥

বিপ্র প্রভৃতি সকল ব্যক্তি কর্ম্মারম্ভে শঙ্খচক্রধারী বিশ্বব্যাপী দ্বিভুজ পীতাম্বর ও সর্ব্বপাপহারী পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করিবে ॥৩॥

বাহ্য অর্থাৎ শরীর এবং আভ্যন্তর অর্থাৎ মন এতদুভয়ের একটিতে অপবিত্র ও অন্যটিতে পবিত্র হইয়া, অথবা উভয়ত্রই অপবিত্র অবস্থা

প্রাপ্ত হইয়া যে পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করে, সে বাহ্য ও আভ্যন্তরের সহিত পবিত্র হইয়া থাকে ॥৪॥

সাধু ব্যক্তিদিগের বাক্যে মাধব, হৃদয়ে মাধব, এবং তাঁহারা সকল কার্য্যেই মাধব এই নাম স্মরণ করিয়া থাকেন ॥৫॥

শিখাবন্ধন :— উপনীত দ্বিজাতিরা বৈদিক গায়ত্রী পাঠ করিয়া শিখা বন্ধন করিবেন। যাহাদের বৈদিক গায়ত্রীর অধিকার নাই তাহারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে শিখা বন্ধন করিবেন।

নমঃ ব্রহ্মবাণী-সহস্রাণী শিববাণী-শতানি চ।
বিষ্ণোর্নাম-সহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহম্ ॥৬॥

অর্থ :—বহুসহস্র বেদবাক্য ও বহুশত শিববাক্যস্বরূপ যে বিষ্ণুর সহস্র নাম, তাহা স্মরণ করিয়া আমি শিখা বন্ধন করিতেছি ॥৬॥

শিখামোচনের মন্ত্র :— শৌচাদির পূর্ব্বে নিম্নলিখিত মন্ত্রে শিখা মোচন করিবে।

ওঁ গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্ ॥৭॥

অর্থ :—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং সকল দেবতারা (যাঁহারা আমার শিখাতে আছেন) এক্ষণে অন্যত্র গমন করুন, কেবল লক্ষ্মী ইহাতে অচলা হইয়া থাকুন , আমি শিখামোচন করিতেছি ॥৭॥

সূর্য্যার্ঘ্যদান—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে। অনুকম্পায় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর। ইদমর্ঘং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥৮॥

অর্থ ঃ—হে পরব্রহ্মস্বরূপ সবিতৃদেব, তুমি তেজস্বী, দীপ্তিমান্, বিশ্বব্যাপী তেজের আধার, জগতের কর্ত্তা, পবিত্র, কর্ম্মপ্রবর্ত্তক ; তোমাকে প্রণাম। জগৎপতি হে সহস্রাংশু সূর্য্য, তুমি দয়া করিয়া তোমার এই ভক্তের অর্ঘ্য গ্রহণ কর ॥৮॥

সামবেদী ছাড়া অন্য বেদীরা "ইদমর্ঘ্যং" স্থানে "এযোঽর্ঘঃ" বলিবেন।

সূর্য্য প্রণাম ঃ ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥৯॥

অর্থ ঃ—জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, কশ্যপের পুত্র, অতিশয় দীপ্তি-শালী, অন্ধকারনাশী, সর্ব্বপাপনাশক দিবাকরকে প্রণাম করি ॥৯॥

স্বস্তিবাচন ঃ—হাতে চাউল লইয়া ও ঘণ্টাবাদন পূর্ব্বক -

ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ বলিয়া হাতের চাউল শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে তিনবার নিক্ষেপ করিবে ॥১০॥

স্বস্তিসূক্ত ঃ হাত জোড় করিয়া পাঠ করিবে—

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি ন পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।
ওঁ স্বস্তি; ওঁ স্বস্তি, ও স্বস্তি ॥ ১১ ॥

অর্থ ঃ—স্বস্তি শব্দের অর্থ মঙ্গল। আমি যে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতেছি সেই পূজাতে চন্দ্র, সূর্য্য, বিষ্ণু, বরুণ, অগ্নি, আদিত্য, ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, সর্ব্বজনস্তবনীয় ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল করুন, সর্ব্বজ্ঞ

পূষা আমাদের মঙ্গল করুন, কশ্যপপুত্র মহর্ষি অরিষ্টনেমি আমাদের মঙ্গল করুন, বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল করুন ॥ ১০-১১ ॥

সাক্ষ্যমন্ত্র :—জোড়হস্তে পাঠ করিবে—ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসন-মাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং ॥ ওঁ তৎসৎ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু ॥ ১২ ॥

অর্থঃ—আমি যে আজ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতেছি সেই পূজায় সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কাল, সন্ধিক্ষণ, দিবা, রাত্রি, পবন, দিক্‌পাল সমূহ, আকাশ, অমরগণ প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া সাক্ষী রহিলেন ॥ আজিকার আরম্ভিত কার্য্য শুভ হউক ॥ ১২ ॥

সঙ্কল্প :—নিত্যপূজায় সঙ্কল্প না করিলেও চলে, করিলে ভাল। কিন্তু বিশেষ পর্ব্বদিনে যথা জন্মাষ্টমী, দোল, রাসপূর্ণিমা প্রভৃতিতে সঙ্কল্প করিতে হয়।

দক্ষিণ জানু পাতিয়া উত্তরমুখে বসিয়া বাম হস্তে কোশা বা কুশী রাখিয়া তাহাতে তিল, তুলসী, কুশের ত্রিপত্র ও হরীতকী দিয়া (সধবা তিলের পরিবর্ত্তে যব এবং কুশের পরিবর্ত্তে দূর্ব্বার ত্রিপত্র দিয়া) দক্ষিণ হস্তদ্বারা কুশীটি আচ্ছাদন করিয়া বলিবে, বিষ্ণুরোঁ তৎ (স্ত্রী, শূদ্র ও অনুপবীত দ্বিজবালক শ্রীবিষ্ণুর্নমঃ বলিবেন) অদ্য অমুকে মাসি, অমুক পক্ষে, অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ অমুক দেবশর্ম্মা (... গোত্রা দেবী বা দাসী) শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিকামঃ (কামা) শ্রীকৃষ্ণ পূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে। বলিয়া কোশা বা কুশীর জল ইত্যাদি ঈশানকোণে অর্থাৎ পূর্ব্ব-উত্তরকোণে ফেলিয়া, কোশা বা কুশীটি

উপুড় করিয়া রাখিবে এবং তদুপরি পুষ্প বা চাউল দিয়া ঘণ্টাধ্বনি সহকারে আপন আপন বেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে।

সামবেদি সঙ্কল্পসূক্তঃ—

ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচম্।
উদ্ বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্ব-মাদিদ্ বো দেব ওহতে ॥ ১৩ ॥

অর্থঃ—ধনদাতা অগ্নিদেব তোমাদের পূর্ণ আহুতি কামনা করুন। অতএব ঘৃতদ্বারা পাত্র পূর্ণ কর এবং অগ্নিদেবকে তাহা প্রদান কর। তাহা হইলে অগ্নিদেব তোমাদিগকে অভীষ্টলাভ করাইবেন ॥ ১৩ ॥

ঋগ্বেদি সঙ্কল্পসূক্তঃ—

ওঁ যা গুংগূর্যা সিনীবালী, যা রাকা যা সরস্বতী।
ইন্দ্রানীমহ্ব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে ॥ ১৪ ॥

অর্থঃ—যিনি কুহূ (অদৃশ্যচন্দ্রা) ও সিনীবালী (দৃশ্যচন্দ্রা) নামক দ্বিবিধ অমাবস্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যিনি পূর্ণিমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহাদিগকে আহ্বান করি। আমার রক্ষার জন্য ইন্দ্রপত্নীকে আহ্বান করি, এবং আমার মঙ্গলের জন্য বরুণপত্নীকে আহ্বান করি ॥ ১৪ ॥

যজুর্ব্বেদি সঙ্কল্পসূক্তঃ—

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূর-মুদৈতি দৈবং, তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্প-মস্তু ॥ ১৫॥

অর্থঃ—যাহা জাগরিত ব্যক্তির দূরে গমন করে, যাহা নিদ্রিত

ব্যক্তির সেইরূপেই নিকটে আসে, যাহা আত্মায় অবস্থিত, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা দূরগামি, এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের একমাত্র প্রবর্ত্তক, সেই আমার মন ধর্ম্ম চিন্তা-পরায়ণ হউক ॥ ১৫ ॥

গন্ধাদির অর্চ্চনা ঃ—'বং' উচ্চারণ করিয়া পূজার সমস্ত দ্রব্যে জলের ছিটা দিবে।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ। বলিয়া ভূমিতে দিবে।

এতে „ „ এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। বলিয়া জল দিবে।

এতে „ „ এতৎ সম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ পূজনীয় দেবতাভ্যোঃ নমঃ। বলিয়া জল দিবে।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিঘ্নবিনাশায় গণেশায় নমঃ। বলিয়া সম্মুখে টাটের উপর দিবে।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ। বলিয়া সম্মুখে টাটের উপর দিবে।

এতে „ „ ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ। বলিয়া সম্মুখে টাটের উপর দিবে।

গুরু প্রণাম ঃ—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১৬ ॥
অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১৭ ॥

অর্থ ঃ—যাহা পরিপূর্ণ-মণ্ডলাকার জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সেই

বস্তু যিনি আমাকে দেখাইয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি ॥ ১৬ ॥

আমার যে মানস-চক্ষু অজ্ঞানরূপ তিমিরে অর্থাৎ ছানিদ্বারা অন্ধ ছিল, তাহাকে যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা বা কাজলের বাতি দিয়া ফুটাইয়া দিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি ॥ ১৭ ॥

এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। বলিয়া সম্মুখের টাটের উপর দিবে।

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন ঃ— সম্মুখস্থ ভূমিতে জল দিয়া ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহার বাহিরে গোলাকৃতি মণ্ডল এবং তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া, ত্রিকোণের উপর পূজা করিবে।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।
এতে „ „ ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ।
এতে „ „ ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ।
এতে „ „ ওঁ অনন্তায় নমঃ।
এতে „ „ ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।

“ফট” বলিয়া কোশা প্রক্ষালন পূর্ব্বক (ধুইয়া) ত্রিকোণের উপর রাখিয়া “নমঃ” মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জলদ্বারা কোশা পূর্ণ করিয়া তাহার অগ্রভাগে অর্ঘ্য (তুলসীপত্র, দূর্ব্বা, শ্বেত পুষ্প, শ্বেত চন্দন, আতপ-চাউল ও জল) স্থাপন করতঃ জল শুদ্ধি করিবে। অঙ্কুশ-মুদ্রাদ্বারা জল শুদ্ধি করিতে হয়। দক্ষিণ হস্তকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উহা হইতে মধ্যমাকে সরলভাবে এবং তর্জ্জনীকে বক্রভাবে বাহির করিলে অঙ্কুশমুদ্রা হয়। দেবতার “মুদ” প্রীতি “রা” দান করে

বলিয়া "মুদ্রা"।

জলশুদ্ধিঃ—সম্মুখের কোশার জল অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিবে। ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ১৮ ॥

অর্থ ঃ—গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী তোমরা এই জলে আসিয়া মিলিত হও ॥ ১৮ ॥

তারপর "ওঁ" বলিয়া ঐ জলে গন্ধ, পুষ্প ও তুলসী প্রদান করিয়া ধেনু মুদ্রা দেখাইবে। মৎস্যমুদ্রাদ্বারা ঐ জল আচ্ছাদন করিয়া ৮ বার প্রণব জপ করিবে। শক্তিপূজায় ১০ বার প্রণব জপ করিতে হয়। যাহাদের প্রণবে অধিকার নাই, তাহারা প্রণবের স্থানে "নমঃ" মন্ত্র জপ করিবে।

ধেনুমুদ্রা ঃ—হাত জোড় করিয়া, বামহস্তের অঙ্গুলীর মধ্যে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীগুলি প্রবেশ করাইয়া, দক্ষিণ তর্জ্জনী বাম মধ্যমাতে বামতর্জ্জনী দক্ষিণ মধ্যমাতে, বাম কনিষ্ঠা দক্ষিণ অনামিকাতে এবং দক্ষিণ কনিষ্ঠা বাম অনামিকাতে যোগ করিবে। মুদ্রা না করিতে পারিলে দোষ হয় না।

মৎস্যমুদ্রা ঃ—দক্ষিণ হস্তকে অধোমুখ করিয়া তাহার পৃষ্ঠে বাম হস্তকে অধোমুখ করিয়া ধরিবে, এবং উভয় অঙ্গুষ্ঠকে বাহির করিয়া রাখিবে।

আসন শুদ্ধিঃ—বসিবার আসনের নীচে দক্ষিণ দিকে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া হাতে গন্ধপুষ্প লইয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ" বলিয়া নিজের আসনে গন্ধপুষ্প

দিয়া, আসন ধরিয়া বলিবে, অস্য আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা, আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা, দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং, পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥ ১৯ ॥

অর্থ :—হে পৃথিবি! তুমি সকল লোককে ধরিয়া আছ। হে দেবি! বিষ্ণু (কূর্ম্মরূপে) তোমাকে ধরিয়া আছেন। তুমি আমাকে সর্ব্বদা ধারণ কর এবং আসনটি পবিত্র কর। ইহার ভাবার্থ—কূর্ম্মরূপে বিষ্ণু ধরিয়া থাকায় তুমি, হে পৃথিবি, যেমন অচল আছ, তুমি ধরিয়া থাকায় সকল লোক যেমন অচল আছে, সেইরূপ পূজার সময় আমিও যেন চঞ্চল না হইয়া স্থির অচল থাকি। ইহাই হে পৃথিবি! তোমার নিকট আমার প্রার্থনা ॥ ১৯ ॥

গুরুপংক্তি প্রণাম : হাতজোড় করতঃ বামদিকে ঝুঁকিয়া প্রণাম করিবে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ। এখানে ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ বলিতে হয় না। প্রমাণ, গৌতমীয় তন্ত্রে উল্লেখ আছে কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বামে গুরুত্রয়ং যজেৎ। গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুং তথা। দক্ষপার্শ্বে গণেশঞ্চ মুর্দ্ধ্নি দেবং বিভাবয়েৎ ॥ দক্ষিণে ঝুঁকিয়া প্রণাম করতঃ ওঁ গণেশায় নমঃ। উর্দ্ধে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। অধে ওঁ অনন্তায় নমঃ। সম্মুখে জ্যোতির্মণ্ডল মধ্যে ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥

করশুদ্ধি : "ঐং" মন্ত্র বলিয়া পুষ্পপাত্র হইতে একটি পুষ্প গ্রহণ করিয়া "ওঁ" এই মন্ত্রে ঐ পুষ্প দুই হস্তের দ্বারা পেষণ করতঃ "হৌং সৌ" এই মন্ত্রে ঐ পুষ্প ঈশান কোণে অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব্ব কোণে নিক্ষেপ করিবে।

পুষ্পশুদ্ধি ঃ—পুষ্পপাত্রস্থিত পুষ্পের উপর হস্ত রাখিয়া বলিবে—ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা ॥ যাহাদের প্রণবে অধিকার নাই তাহারা "স্বাহা" স্থানে "নমঃ" বলিবেন ॥ ইহার পর ওঁ জয়ধ্বনি-মন্ত্রমাতঃ স্বাহা (স্ত্রী শূদ্রাদি নমঃ) বলিয়া ঘণ্টাতে একটি সচন্দন পুষ্প দিবে ॥ অর্থ ঃ—হে জয়ধ্বনিরূপ মন্ত্রের জননী, তোমাকে পূজা করি ॥ ২০ ॥

ভূতাপসারণ ও দ্বিগবন্ধন ঃ—হাতে শ্বেত সর্ষপ বা চাউল লইয়া বলিবে—ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবিসংস্থিতাঃ।

যে ভূতা বিঘ্ন কর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥

পরে উহা চারিদিকে ছিটাইবে। "ফট" মন্ত্রে মস্তক উপর তিনবার করতালি দিয়া দশ দিকে তুড়ি দিবে। পরে ভূমিতে তিনবার বাম পদের গোড়ালীর আঘাত করিবে। মনে রাখিতে হইবে ইহা কেবল কাশীতে করিতে নাই, কারণ কাশীর সর্ব্বত্রই শিবলিঙ্গ বিদ্যমান ॥ ২১ ॥

অর্থ ঃ—যে সকল ভূত পৃথিবীতে আছে, তাহারা সরিয়া যাউক। যে সকল ভূত পূজার বিঘ্নকারী হইবে, তাহারা শিবের আজ্ঞায় বিনষ্ট হউক ॥ ২১ ॥

ভূতশুদ্ধি ঃ—হস্তে কূর্ম্ম মুদ্রাদ্বারা পুষ্প লইয়া বুকের কাছে ধরিয়া ধ্যান করিবে। ওঁ ধর্ম্ম কন্দসমুদ্ভূতং জ্ঞাননালং সুশোভনম্। ঐশ্বর্য্যষ্টা-দলোপেতং পরং বৈরাগ্যকর্ণিকম্। স্বীয় হৃদয়কমলং ধ্যায়েৎ প্রণবেন প্রকাশিতম্। কৃত্বা তৎ কর্ণিকাসংস্থং প্রদীপ-কলিকানিভম্। জীবাত্মানং হৃদি ধ্যাত্বা মূলে সাঞ্চিন্ত্য কুণ্ডলীম্। সুষুম্ণাবর্ত্মনাত্মানং পরমাত্মনি যোজয়েৎ ॥ ২২ ॥

অর্থ :—আপন হৃদপদ্মকে এইরূপ ভাবিবে—ধর্ম্ম তাহার মূল, জ্ঞান তাহার নাল বা ডাটা, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য তাহার অষ্টদল, বৈরাগ্য তাহার কর্ণিকা এবং প্রণবদ্বারা তাহা প্রকাশিত। তাহার কর্ণিকায় বা বীজকোষে দীপশিখাকৃতি জীবাত্মাকে এবং মূলাধারে অর্থাৎ গুহ্যদেশস্থ চতুর্দ্দল পদ্মে সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে চিন্তা করিয়া সুষুম্ণা নাড়ীর মধ্য দিয়া জীবাত্মাকে শিরস্থ অধোমুখ সহস্রদলপদ্মে পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করিবে ॥ ২২ ॥

ওঁ ভূতশৃঙ্গাটকচ্ছিরঃ সুষুম্না পথেন জীব শিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা।

ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় স্বাহা।

ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা।

ওঁ পরমশিব সুষুম্না পথেন মূল শৃঙ্গাটকং উল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সোঽহং হংস স্বাহা। ইহা ভাবনা বা চিন্তার বিষয়।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি।
স্বকীয় হৃদয়ে ধ্যায়েৎ শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজম্।
ভূতশুদ্ধি মিমাং প্রাহুঃ সর্ব্বাগমবিশারদাঃ ॥

অর্থ :—সর্ব্ব আগম শাস্ত্রের অর্থাৎ বেদাদি ও তন্ত্রশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ ইহা বলিয়া থাকেন যে আপন হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিলেই ভূতশুদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রাণায়াম :—শ্রীকৃষ্ণের বীজমন্ত্রদ্বারা তিনবার প্রাণায়াম করিবে। পূরক-৪, কুম্ভক-১৬ এবং রেচক-৮ একবার হইল। এই প্রকার তিনবার করিতে হয়। প্রাণায়াম অভ্যাস না থাকিলে ইহা করিতে নাই কেবল বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

ঋষ্যাদিন্যাস ঃ—শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ, মুখে বিরাট্ ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ গুহ্যে ক্লীং বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ ইতি দুর্গাং নমস্কুর্য্যাৎ ॥

করন্যাসঃ—ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ক্লীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ক্লূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ক্লৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ক্লৌং কানিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস ঃ—ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ। ক্লীং শিরসে স্বাহা। ক্লূং শিখায়ৈ বষট্। ক্লৈং কবচায় হুং। ক্লৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

ব্যাপকন্যাস ঃ—শ্রীকৃষ্ণের বীজমন্ত্র ক্লীং উচ্চারণকরতঃ দুই করতল প্রসারিত করিয়া তদ্দ্বারা নিজ মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত, পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এবং পুনর্ব্বার মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। এইরূপ করিলে তিনবার ব্যাপকন্যাস করা হইল। ঐরূপ নিয়মে ৫ বার, ৭ বার, অথবা ৯ বার করিবার বিধি আছে। পূজায় তন্ময় হইবার জন্য সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া দেবতার বীজমন্ত্রদ্বারা ন্যাস করিতে হয়। আমার মস্তক হইতে পা পর্যন্ত সর্ব্বশরীরে আমার ইষ্টদেবতা বিরাজ করিতেছেন এইরূপ ভাবনা করিতে হয়। দেবতার সহিত নিজেকে অভেদ জ্ঞান করিবে। শাস্ত্র বলিতেছেন দেবতা হইয়া দেবতার পূজা করিবে। দেবোভূত্বা দেবং যজেৎ ॥

"শিবোভূত্বা শিবমর্চয়েৎ"। 'অবিষ্ণুঃ পূজয়ন্ বিষ্ণুং ন পূজাফলভাক্ ভবেৎ"। শিব হইয়া শিবের অর্চনা করিবে। বিষ্ণু না হইয়া বিষ্ণুপূজা করিলে ফল পাওয়া যায় না।

উপচার ঃ—পূজার উপচার প্রধানতঃ তিন প্রকার যথা—ষোড়শোপচার, দশোপচার ও পঞ্চোপচার। ষোড়শোপচার যথা—(১) আসন (রজতাদি নির্ম্মিত, চারি অঙ্গলী লম্বা ও চারি অঙ্গলী প্রস্থ, প্রমাণ মাপ), (২) স্বাগত (কৃতাঞ্জলি হইয়া "শ্রীকৃষ্ণদেবতে স্বাগতং তে" এই বাক্য), (৩) পাদ্য (জল), (৪) অর্ঘ্য (দুর্ব্বা, আতপ তণ্ডুল, গন্ধ, পুষ্প, তুলসী ও জল), (৫) আচমনীয় (জল), (৬) মধুপর্ক (দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, জল—কাংস্য বা রজত পাত্রে), (৭) আচমনীয় (জল), (৮) স্নানীয় জল, (৯) বস্ত্র, [১০] আভরণ [স্বর্ণ বা রজতাভরণাদি], [১১] গন্ধ, [১২] পুষ্প, [১৩] ধূপ, [১৪] দীপ, [১৫] নৈবেদ্য, [১৬] বন্দন [আতপতণ্ডুল লইয়া ৭ বার ঘুরান]। নৈবেদ্যের পর আচমনীয়, পানার্থোদক ও তাম্বূল দিতে হয়।

দশোপচার ঃ—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমীয়, মধুপর্ক বা স্নানীয় জল, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য। আচমনীয়, পানীয়-জল, তাম্বূল।

পঞ্চোপচার ঃ—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য। আচমনীয়, পানীয় জল, তাম্বূল। নিত্যপূজায় দশোপচার কিংবা পঞ্চোপচারই দিতে হয়। বিশেষপূজায় ষোড়শোপচার দিবার নিয়ম। রাজোপচারে ৬৪ রকম উপচার দিতে হয়।

শ্রীশ্রীগুরুপূজা

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ বলিয়া দ্বারে পুষ্প দিবে। করন্যাস ঃ—আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা।

উং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যা অস্ত্রায় ফট্॥

অঙ্গন্যাসঃ—আং হৃদয়ায় নমঃ। ঈং শিরশে স্বাহা। উং শিখায়ৈ বষট্। ঐং কবচায় হুং। ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥

কূর্ম্মমুদ্রাঃ— বাম করতল ঊর্দ্ধমুখ করিয়া, তাহার অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অধোমুখ দক্ষিণ করের মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ যোগ করিবে। পরে বাম অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে দক্ষিণ তর্জ্জনীর অগ্রভাগ, ও বাম তর্জ্জনীর অগ্রভাগে দক্ষিণ কনিষ্ঠার অগ্রভাগ যোগ করিয়া, বাম হস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ দক্ষিণ করতলের ক্রোড়ে যুক্ত করিবে, এবং দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ উন্নত রাখিবে॥ ভগবান্ কূর্ম্মরূপে পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া যেমন নিশ্চল হইয়া আছেন, ধ্যেয় দেবতাও সেইরূপ হৃৎপদ্মে নিশ্চল হইয়া থাকিবেন এই অভিপ্রায়ে ধ্যানকালে কূর্ম্মমুদ্রা বিহিত হইয়াছে॥ ইহা কাহারও নিকট শিক্ষা করিতে হয়। ইহা লিখিয়া শেখান যায় না।

কূর্ম্মমুদ্রায় গন্ধপুষ্প লইয়া নিম্নলিখিত যে কোন একটি ধ্যান করিয়া (গুরুর ধ্যান যেটি যাহার অনুকূল হয় সেইটি গ্রহণ করিবে) সেই পুষ্প নিজের মস্তকে দিয়া গুরুর মানসপূজা করিবে।

পুরুষ গুরুর ধ্যানঃ—

ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং।
শ্বেতাম্বর-পরীধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনং।
বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহং।
বামেনোৎপলধারিণ্যাং শক্ত্যালিঙ্গিত বিগ্রহং।
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কং॥ ২৩ ॥

অর্থ ঃ—শিরঃস্থিত শ্বেতবর্ণ সহস্রদলপদ্মে (উহার ঊর্দ্ধমুখ কর্ণিকায়) শ্রীগুরুদেবকে এইরূপ ধ্যান করিবে। শ্বেতবস্ত্র-পরিধান, শ্বেত-মাল্য ও চন্দনে ভূষিত, করদ্বয়ে বর ও অভয়ধারী, শান্ত ও করুণাময় মূর্ত্তিধারী, বামভাগে শক্তি কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত, সহাস্যবদন, সুপ্রসন্ন এবং সাধকের অভীষ্টপ্রদ॥ ২৩॥

স্ত্রী গুরুর ধ্যান ঃ—

সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণ শোভিতে।
প্রফুল্লপদ্ম পত্রাক্ষীং ঘনপীনপয়োধরাম্।
প্রসন্নবদনং ক্ষীণ মধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুম্।
পদ্মরাগসমাভাসাং রক্তবস্ত্র সুশোভনাম্।
রক্তকুঙ্কুমপাণিঞ্চ রক্তনূপুর শোভিতাম্।
শরদিন্দু প্রতিকাশাং রক্তোদ্ভাসিত কুণ্ডলাম্।
স্বনাথবামভাগাস্থাং বরাভয় করাম্বুজাম্॥ ২৪ ॥

অর্থ ঃ সহস্রারে পুষ্পরেণুদ্বারা সুশোভিত সহস্রদল পদ্মের উপর সদ্য প্রস্ফুটিত সুন্দর পদ্মের পাপড়ির ন্যায় নেত্রবিশিষ্ট, পয়োধর স্থূল ও উন্নত প্রসন্নবদন্ মধ্যভাগ অর্থাৎ কটিদেশ ক্ষীণ এবং পদ্মরাগমনির

ন্যায় যাঁহার বর্ণ, যিনি রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া বিরাজমান, যাঁহার হস্তদ্বয় লাল কুঙ্কুমের ন্যায় সুন্দর, চরণে রক্তবর্ণের নূপুর শোভিত, শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় যিনি লাবণ্যযুক্ত, যাঁহার কর্ণে লাল রংয়ের কুণ্ডল, যিনি উভয় হস্তে বর ও অভয় মুদ্রা ধারণকরতঃ স্বীয় পতির বাম উরুর উপর উপবেশন করিয়া আছেন, তাঁহাকে অর্থাৎ স্ত্রীগুরুকে ধ্যান করিবে ॥ ২৪ ॥

পুনরায় করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া উপরোক্ত যে কোন একটি ধ্যানমন্ত্র কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া পাঠ করিয়া সেই পুষ্প শ্রীগুরুর উদ্দেশ্যে সম্মুখের টাটের উপর অর্পণ করিবে। ইহার পর পঞ্চ কিংবা দশোপচারে গুরুর পূজা করিবে।

এষ গন্ধঃ ওঁ ঐং শ্রীগুরুবে নমঃ।

এতৎ সগন্ধ-পুষ্পং ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।

এষ ধূপঃ ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।

এষ দীপঃ ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।

এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যায় নমঃ বলিয়া নৈবেদ্যের উপর একটু জল দিবে।

এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ ঐং শ্রীগুবে নমঃ। নৈবেদ্যের উপর একটু জল দিবে।

ইদমাচমনীয় জলং ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ। একটু জল টাটের পরউ দিবে।

ইদং পানীয় জলং ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ। একটু জল পানীয় জলে দিবে।

ইদং তাম্বূলং ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ। তাম্বূলের উপর একটু জল দিবে।

এই সকল নিবেদন হইয়া গেলে নৈবেদ্যের উপর ১০বার ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ জপ করিবে। এষ সচন্দন-পুষ্প-বিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ বলিয়া তিনবার টাটের উপর দিবে। গুরুর বীজমন্ত্র ঐং ১০বার কিংবা ১০৮বার জপ করিবে। একটু জল লইয়া জপ সমর্পণ করিবে।

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদান্মহেশ্বর ॥ ২৫ ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গুরুর দক্ষিণ হস্তে জল প্রদান করিতেছ এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিবে।

অর্থ :—যাহা গোপনীয় অপেক্ষাও গোপনীয়, তাহা তুমিই গোপন করিয়া রাখ ; তুমি আমার কৃত জপ গ্রহণ কর। হে দেব! হে মহেশ্বর! তোমার প্রসাদে আমার সিদ্ধি হউক ॥ ২৫ ॥

জপ সমর্পণের পর মন্ত্রপাঠ শ্রীগুরুর উদ্দেশ্যে করিয়া প্রণাম করিবে।

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং,
দ্বন্দ্বাতীতং গগন-সদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী সাক্ষিভূতম্,
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥ ২৬ ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরু-র্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২৭ ॥

অর্থঃ—যিনি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ, পরম সুখস্বরূপ, কেবল অর্থাৎ অদ্বিতীয়, জ্ঞানস্বরূপ, দ্বন্দ্বাতীত, গগনের ন্যায় অসীম, তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য দ্বারা যাঁহাকে জানা যায়, তিনি একক, শাশ্বত, নির্ম্মল, অচল অর্থাৎ স্থির সকলের সাক্ষী, ভাবাতীত এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের অতীত এমন যে সদ্‌গুরু তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ২৬ ॥

গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর, গুরুই প্রত্যক্ষ পরব্রহ্মঃ সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি ॥ ২৭ ॥

পঞ্চদেবতার পূজা।

(১) গণেশপূজা :—

করন্যাস :—গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্‌। গৈং অনামিকাভ্যাং হুং। গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌। গঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌।

অঙ্গন্যাস : গাং হৃদয়ায় নমঃ। গীং শিরসে স্বাহা। গূং শিখায়ৈ বষট্‌। গৈং কবচায় হুং। গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌। গঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌।

কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া নিম্নলিখিত গণেশের ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প আপন মস্তকে দিয়া গণেশের মানসপূজা করিবে।

গণেশের ধ্যান : ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দন্মদগন্ধ-লুব্ধং-মধুপ-ব্যালোল-গণ্ডস্থলং।
দন্তাঘাত-বিদারিতারি-রুধিরৈঃ সিন্দুর-শোভাকরং

বন্দে শৈলসুতা-সুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্
॥ ২৭ ॥

অর্থ :—যিনি খর্ব্ব ও স্থূলকায় ; একটি গজরাজের মুখই যাঁহার মুখ, যিনি লম্বোদর ও সুন্দর, ক্ষরিত মদের গন্ধে লুব্ধ হইয়া ভ্রমর বা অলিসকল যাঁহার গণ্ডস্থলকে ব্যাকুল করিতেছে ; যিনি দন্তের আঘাতে শত্রুদিগকে বিদীর্ণ করিয়া তাহাদের রক্তে সিন্দুরের শোভা ধারণ করেন ; সেই পার্ব্বতীনন্দন সিদ্ধিদাতা অভীষ্টপ্রদ গণপতিকে বন্দনা করি ॥ ২৭ ॥

পুনরায় করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া গণেশের ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প গণেশের উদ্দেশ্যে সম্মুখের টাটের উপর দিয়া পূজা করিবে।

এষ গন্ধঃ ওঁ গং গণেশায় নমঃ। এতৎ সগন্ধ-পুষ্পং ওঁ গং গণেশায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ গং গণেশায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ গং গণেশায় নমঃ। এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যায় নমঃ। এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ গং গণেশায় নমঃ। ইদমাচনীয় জলং ওঁ গং গণেশায় নমঃ। ইদং পানীয় জলং ওঁ গং গণেশায় নমঃ। ইদং তাম্বূলং ওঁ গং গণেশায় নমঃ। পরে নৈবেদ্যের উপর দশবার ওঁ গং গণেশায় নমঃ বলিয়া জপ করিবে।

এষ সচন্দন-পুষ্প-বিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ গং গণেশায় নমঃ বলিয়া টাটের উপর গণেশের উদ্দেশ্যে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। পরে গণেশের বীজমন্ত্র গং ১০বার কিংবা ১০৮বার জপ করিয়া একটু জল লইয়া সমর্পণ করিবে।

জপ সমর্পণের মন্ত্র ঃ—ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ লম্বোদর ॥

জলটুকু গণেশের দক্ষিণের উপরের হস্তে দিতেছ। এইরূপ চিন্তা করিয়া টাটের উপর দিবে।

গণেশের প্রণাম ঃ—ওঁ দেবেন্দ্র-মৌলি-মন্দার-মকরন্দ-কণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব-চরণাম্বুজ-রেণবঃ ॥ ২৮ ॥
একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননম্।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

অর্থ ঃ—দেবরাজ ইন্দ্রের মুকুটস্থিত মন্দারপুষ্পের মধুকণায় যাহা রক্তবর্ণ হইয়াছে ; সেই গণেশের পাদপদ্মের রেণু আমাদের বিঘ্ন হরণ করুক ॥ ২৮ ॥

যাঁহার একটি দন্ত, মহাকায়, লম্বোদর, গজের ন্যায় মুখ। যিনি বিঘ্ননাশ করিয়া থাকেন ; সেই হেরম্বকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ২৯ ॥

এইরূপে এখানে পর পর সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গাকে পঞ্চোপচারে পূজা করা যাইতে পারে। সময়ের অভাব হইলে সংক্ষেপেও পূজার বিধি আছে॥ পরে দ্রষ্টব্য। গুরুপূজা ও গণেশপূজা অবশ্য করা উচিত।

(২) সূর্য্য পূজা

করন্যাস ঃ—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা।

হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। হ্রৌং কনিষ্ঠ্যাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস :—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং শিরসে স্বাহা। হ্রূং শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈং কবচায় হুং। হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া নিম্নলিখিত সূর্য্যের ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প আপন মস্তকে দিয়া সূর্য্যের মানস পূজা করিবে।

সূর্য্যের ধ্যান :—

ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং,
ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি।
পদ্মাদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্য
মৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রং ॥ ৩০ ॥

অর্থ :—রক্তপদ্ম যাঁহার আসন ; যিনি সকল গুণের সাগর ; যিনি সকল জগতের অধিপতি ; যিনি পদ্মসদৃশ চারিহস্তে দুইটি পদ্ম, অভয় ও বর ধারণ করিয়াছেন ; যাঁহার মুকুটে পদ্মরাগমণি রহিয়াছে ; যাঁহার দেহ রক্তবর্ণ ; এবং যাঁহার তিনটি নেত্র সেই সূর্যকে আমি ভজনা করি ॥ ৩০ ॥

পুনরায় করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া সূর্য্যের ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প সূর্য্যের উদ্দেশ্যে সম্মুখের টাটের উপর দিয়া পূজা করিবে।

এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এতৎ সগন্ধ-পুষ্পং ওঁ হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যায় নমঃ। এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ইদমাচমনীয় জলং ওঁ হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ইদং পানীয় জলং ওঁ হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ইদং তাম্বূলং ওঁ হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। পরে নৈবেদ্যের উপর ১০বার ওঁ হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ বলিয়া জপ করিবে। জপান্তে সূর্যকে তিন-বার টাটের উপর পুষ্পাঞ্জলি দিবে। সূর্য্যকে পুষ্পাঞ্জলিতে বিল্বপত্র দিতে নাই। রক্তচন্দন ও লালপুষ্প সূর্য্যপূজায় প্রশস্ত।

এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। তিনবার।

পরে শ্রীসূর্য্যের বীজ মন্ত্র হ্রীং ১০বার কিংবা ১০৮বার জপ করিয়া হাতে একটু জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে। জলটুকু সূর্য্যের উপরের ডান হাতে অর্পণ করিতেছ এইরূপ চিন্তা করিবে।

জপ সমর্পণের মন্ত্র :—

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বং প্রসাদাৎ দিবাকর॥

সূর্য্য প্রণাম :—ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারি সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্॥

অর্থ : –জবাপুষ্পবর্ণ, কশ্যপনন্দন, মহাদীপ্তিশালী, অন্ধকার-নাশক, সর্ব্বপাপহারী সূর্য্যকে আমি প্রণাম করি।

(৩) বিষ্ণুপূজা

করন্যাসঃ –আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস ঃ—আং হৃদয়ায় নমঃ। ঈং শিরসে স্বাহা। ঊং শিখায়ৈ বষট্। ঐং কবচায় হুং। ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

কুর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া নিম্নলিখিত বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প আপন মস্তকে দিয়া বিষ্ণুর মানসপূজা করিবে।

বিষ্ণুর ধ্যান ঃ—

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী, হিরন্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥ ৩১ ॥

অর্থ ঃ—নারায়ণকে সর্ব্বদা এইরূপ ধ্যান করিবে—তিনি হৃদয়স্থ সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে (জ্যোতিঃ—রূপে) অবস্থিত, তাঁহার হস্তে কেয়ূর অর্থাৎ বাজু, কর্ণে সুবর্ণময় কুণ্ডল, মস্তকে মুকুট ও বক্ষে হার আছে; তিনি সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলমূর্ত্তি এবং শঙ্খচক্রধারী ॥ ৩১ ॥

পুনরায় করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কুর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে সম্মুখের টাটের উপর দিয়া পূজা করিবে।

এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সগন্ধ-পুষ্পং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে

নমঃ। এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। কমপক্ষে তিনটি তুলসীপত্র বিষ্ণুর চরণ উদ্দেশ্যে টাটের উপর দিতে হয়। এষ ধূপঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যায় নমঃ। এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। ইদমাচমনীয় জলং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। ইদং পানীয় জলং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। ইদং তাম্বূলং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। পরে নৈবেদ্যের উপর দশবার ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ বলিয়া জপ করিবে। জপান্তে শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে টাটের উপর তিনবার এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে। পরে বিষ্ণুর মূলমন্ত্র ওঁ নমো নারায়ণায় দশ কিংবা ১০৮ বার জপ করিয়া হাতে একটু জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে। জলটুকু শ্রী বিষ্ণুর উপরের দক্ষিণ হস্তে অর্পণ করিতেছ এইরূপ চিন্তা করিবে।

জপ সমর্পণের মন্ত্র ঃ—

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ জনার্দ্দন ॥

বিষ্ণুর প্রণাম ঃ—ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৩২॥
ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চি নুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৩৩ ॥

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৩৪ ॥

অর্থ :—যিনি বেদপ্রতিপাদ্য দেবতা, যিনি গো ও ব্রাহ্মণদিগের বিশেষরূপে হিতকারী, যিনি জগতের হিতকারী, সেই গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৩২ ॥

যিনি সকলের সর্ব্বদা চিন্তনীয়, যিনি সংসারযাতনা হরণ করেন, যিনি সকল অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন, যিনি গঙ্গাদি সকল তীর্থের আধার, শিব ও ব্রহ্মা যাঁহার স্তব করেন, যিনি সকলের আশ্রয়পদ, কেবল মুখে 'আমি তোমার ভৃত্য' বলিলেই যিনি সকল কষ্ট দূর করিয়া থাকেন এবং যিনি ভবসাগরের তরিস্বরূপ, হে প্রণতপালক মহাপুরুষ, তোমার সেই পাদপদ্মে আমি প্রণাম করি ॥ ৩৩ ॥

হে ধার্ম্মিকবর, (রামাবতারে) তোমার যে পাদপদ্ম, পিতার বাক্যে একান্ত দুস্ত্যজ দেববাঞ্ছিত রাজলক্ষ্মীকেও পরিত্যাগ করিয়া বনে গিয়াছিল এবং প্রিয়তমা সীতার অভিলষিত মায়ামৃগের অনুসরণ করিয়াছিল, হে মহাপুরুষ, তোমার সেই পাদপদ্মে আমি প্রণাম করি ॥ ৩৪ ॥

(৪) শিবপূজা

করন্যাস :—হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা।

হূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। হৈং অনামিকাভ্যাং হুং। হৌং কনিষ্ঠভ্যাং বৌষট্। হঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাসঃ—হাং হৃদয়ায় নমঃ। হীং শিরসে স্বাহা। হূং শিখায়ৈ বষট্। হৈং কবচায় হুং। হৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া নিম্নলিখিত শিবের ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প আপন মস্তকে দিয়া শিবের মানসপূজা করিবে।

শিবের ধ্যান:—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গ পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং ॥ ৩৫ ॥

অর্থ:—মহাদেবকে এইরূপ ধ্যান করিবে যে, রজত পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার আভা, সুন্দর অর্দ্ধচন্দ্র তাঁহার শিরোভূষণ রত্নময় বেশ-ভূষায় তাঁহার দেহ উজ্জ্বল, তাঁহার চারি হস্তে পরশু কুঠার), মৃগমুদ্রা, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা রহিয়াছে, তিনি প্রসন্নবদন, পদ্মের উপর বসিয়া আছেন, চারিদিকে দেবতারা তাঁহাকে স্তব করিতেছেন, তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিয়া আছেন; তিনি জগতের আদি, জগতের কারণ, সকল ভয় দূর করেন, তাঁহার পাঁচটি মুখ এবং প্রতিমুখে তিনটি করিয়া চক্ষু ॥ ৩৫ ॥

পুনরায় করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় বিল্বপত্র ও পুষ্প

লইয়া শিবের ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প বিল্বপত্র শিবের উদ্দেশ্যে সম্মুখের টাটের উপর দিয়া পূজা করিবে। এষ গন্ধঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এতৎ সচন্দন-পুষ্পং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যায় নমঃ। এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। ইদমাচমনীয় জলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। ইদং পানীয় জলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। ইদং তাম্বূলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। পরে নৈবেদ্যের উপর দশবার ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া জপ করিবে। জপান্তে শিবের উদ্দেশ্যে টাটের উপর তিনবার 'এষ সচন্দন পুষ্প বিল্বপত্রাঞ্জলিঃ' ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে। পরে শিবের মূলমন্ত্র 'ওঁ নমঃ শিবায়' ১০বার কিংবা ১০৮বার জপ করিবে। হাতে একটু জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে। জল টুকু শিবের উপরের দক্ষিণ হস্তে অর্পণ করিতেছ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিবে।

জপ সমর্পণের মন্ত্র :—

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদান্মহেশ্বর ॥

শিবের প্রণাম :—ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায়, কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং, ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥৩৬॥

অর্থ :—যিনি শিব, যিনি শান্তমূর্ত্তি, যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন জগৎকারণের কারণ, তাঁহাকে প্রণাম করি। হে পরমেশ্বর,

তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি, তুমি আমার গতি বা আশ্রয় ॥৩৬॥

(৫) দুর্গাপূজা

করন্যাস :—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস : হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং শিরসে স্বাহা। হ্রূং শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈং কবচায় হুং। হ্রৌং নেত্রত্রায় বৌষট্। হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া নিম্নলিখিত জয়দুর্গার ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প আপন মস্তকে দিয়া জয়দুর্গার মানসপূজা করিবে।

জয়দুর্গার ধ্যান :—

ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈ-রুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাং।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ
॥ ৩৭ ॥

অর্থ :—জয়দুর্গাকে এইরূপ ধ্যান করিবে—কাল মেঘের ন্যায় তাঁহার বর্ণ ; তিনি কটাক্ষে শত্রুগণের ভয় উৎপাদন করেন ; তাঁহার মুকুটে চন্দ্রকলা নিবদ্ধ আছে ; তিনি চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ ও ত্রিশূল ধারণ করিতেছেন ; তাঁহার তিনটি চক্ষু ; তিনি সিংহস্কন্ধে

আরূঢ়া ; তিনি স্বীয় তেজে সমগ্র ত্রিভুবনকে পূর্ণ করিতেছেন ; তিনি দেবগণে পরিবেষ্টিত ও সিদ্ধকামীদিগের সেবিত ॥ ৩৭ ॥

পুনরায় করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় বিল্বপত্র ও পুষ্প লইয়া জয়দুর্গার ধ্যান করিয়া সেই পুষ্পবিল্বপত্র জয়দুর্গার উদ্দেশ্যে সম্মুখের টাটের উপর দিয়া পূজা করিবে। এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এতৎ সচন্দনপুষ্পং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এতৎ সচন্দন বিল্ব-পত্রং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যায় নমঃ। এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। ইদমাচমনীয় জলং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। ইদং পানীয় জলং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। ইদং তাম্বূলং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। পরে নৈবেদ্যের উপর দশবার ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া জপ করিবে। জপান্তে জয়দুর্গার উদ্দেশ্যে টাটের উপর তিনবার "এষ সচন্দন পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ" ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ" বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। পরে জয়দুর্গার বীজমন্ত্র হ্রীং ১০বার কিংবা ১০৮বার জপ করিবে। জপান্তে হাতে একটু জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে। জলটুকু দুর্গার নীচের বাম করে অর্পণ করিতেছ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিবে।

জপ সমর্পণের মন্ত্র :—

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্‌ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্ ।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি, ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি ॥

জয়দুর্গার প্রণাম ঃ—

সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমঽস্তু তে ॥ ৩৮ ॥

অর্থ ঃ—হে সকল মঙ্গলজনক পদার্থেরও মঙ্গলকারিণি, হে মঙ্গলময়ি, হে সর্ব্বকার্য্যের ফলদায়িনি, হে শরণাগতবৎসল, হে গৌরবর্ণে, হে বিষ্ণুশক্তিস্বরূপে, তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৩৮ ॥

সময়ের অভাব হইলে পঞ্চোপচারে পঞ্চদেবতার পূজা না করিয়া সংক্ষেপে ও বিবিধ দেব দেবীর নিম্নলিখিতভাবে পূজা করা যাইতে পারে। তাহাতে দোষ হইবে না। নিত্যপূজায় সংক্ষেপে নিম্নলিখিতরূপে পূজা করা হয়।

বিবিধ দেবতার পূজা

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ শিবাদিপঞ্চদেবতাগণেভ্যো নমঃ।
" " " ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ।
" " " ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্পালেভ্যো নমঃ।
" " " ওঁ মৎস্যাদিদশাবতারেভ্যো নমঃ।
" " " ওঁ কাশীক্ষেত্রস্বামিনে বিশ্বেশ্বরায় শিবায় নমঃ।
" " " ওঁ হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ।
" " " ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ।
" " " সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।
হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিবে—

ওঁ ত্রৈলোক্য পূজিত শ্রীমন্ সদা বিজয়বর্দ্ধন।
শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥ ৩৯ ॥

অর্থ :—হে ত্রিভুবনপূজিত, সদা বিজয়বর্দ্ধন, গদাধারী শ্রীমন্ নারায়ণ, তুমি শান্তিকর, তোমাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৩৯ ॥

ষোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণপূজা

জন্মাষ্টমী, দোল, রাস প্রভৃতি পর্ব্বদিনে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে শোধিত পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃতের দ্বারা স্নান করাইয়া শুদ্ধ বস্ত্রদ্বারা মোছাইয়া বস্ত্র ও অলঙ্কারাদিদ্বারা সুসজ্জিতকরতঃ পূজাস্থানে আসনের উপর রাখিবে। সামবেদীয় পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত শোধন মন্ত্র নীচে দেওয়া হইল।

গোমূত্র :— ওঁ ভূর্ভুর্বঃস্বঃ, তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।

গোময় :— ওঁ গাবশ্চিদ্ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ।

দুগ্ধ :—ওঁ গব্যো যু ণো যথা পুরা, শ্বয়োত রথয়া। ববিবস্যা মহোনাম্।

দধি :—ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্রণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥

ঘৃত :—ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা ॥

কুশোদক :—ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্নামি।

একীকরণে গায়ত্রী। পঞ্চগব্যের পরিমাণ—গোমূত্র ৪ তোলা, গোময় ২ তোলা, দুগ্ধ ৪ তোলা, দধি এক কোষ, ঘৃত ৪ তোলা, অথবা সমস্তই সমভাগে।

শর্করা :—ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

মধু :—ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ॥
ওঁ মধু নক্তমুতোষসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
ওঁ মধুমান্নো বনস্পতি-র্মধুমা অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ॥

কুশার দ্বারা পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত শোধন করিতে হয়।

মহাস্নানের মন্ত্র।

পুরুষসূক্ত

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ১॥
ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদভূতং যচ্চভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥ ২॥
ওঁ এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ ৩॥

ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
তেতো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥

ওঁ তস্মাদ্ বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ ॥ ৫ ॥

ওঁ যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্ম শরদ্ধবিঃ ॥ ৬ ॥

ওঁ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৭ ॥

ওঁ তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রামাশ্চ যে ॥ ৮ ॥

ওঁ তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৯ ॥

ওঁ তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজাতা অজাবয়ঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কাউরূপাদা উচ্যতে ॥ ১১ ॥

ওঁ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১২ ॥

ওঁ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্র শ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥ ১৩ ॥

ওঁ নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথালোকাঁ অকল্পয়ন্॥ ১৪॥
ওঁ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্॥ ১৫॥
ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ
॥ ১৬॥

বেদমন্ত্র চতুষ্টয়

ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং, যজ্ঞস্য দেব-মৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥ ১॥
ওঁ ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়ব স্থ'। দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু। শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥ ২॥
ওঁ অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে, গৃণানো হব্য দাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি॥ ৩॥
ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়, আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যো-রভি স্রবন্তু নঃ॥ ৪॥

গায়ত্রী

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥
ওঁ ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে, কামদেবায় ধীমহি।
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥

পঞ্চামৃত স্নান মন্ত্র

দুগ্ধদ্বারা :—ওঁ কামধেনু সমুৎপন্নং সর্ব্বেষাং জীবনং পরম্।
পাবনং যজ্ঞহেতুশ্চ পয়ঃ স্নানার্থমর্পিতম্॥

দধিদ্বারা :—ওঁ পয়সস্তু সমুদ্‌ভূতম্ মধুরামলং শশিপ্রভম্।
দধ্যানীতং ময়াদেব স্নানার্থং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

ঘৃতদ্বারা :—ওঁ নবনীত সমুৎপন্নং সর্ব্বসন্তোষ কারকম্।
ঘৃতং তুভ্যং প্রদাস্যামি স্নানার্থং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

মধুদ্বারা :—ওঁ তরুপুষ্পং সমুদ্‌ভূতম্ সুস্বাদু মধুরং মধু।
তেজঃ পুষ্টিকরং দিব্যং স্নানার্থং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

শর্করাদ্বারা :—ওঁ ইক্ষুসার সমুদ্‌ভূতা শর্করা পুষ্টিকারিকা।
মলাপহারিকা দিব্যা স্নানার্থং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

পঞ্চামৃতদ্বারা :—ওঁ পঞ্চামৃতং ময়ানীতং পয়োদধি সমন্বিতম্।
ঘৃতং মধুশর্করয়া স্নানার্থং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

শুদ্ধোদকদ্বারা : ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্‌বারি সর্ব্বপাপহরং শুভম্।
তদিদং কল্পিতং দেব স্নানার্থং প্রতিগৃহ্যতাম্
॥ ৪০ ॥

করন্যাস :—ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ক্লীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ক্লূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ক্লৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ক্লঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস :—ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ। ক্লীং শিরসে স্বাহা। ক্লূং শিখায়ৈ বষট্। ক্লৈং কবচায় হুং। ক্লৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ক্লঃ

করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

মানসপূজা :— কূর্ম্মমুদ্রাদ্বারা একটি পুষ্প লইয়া ধ্যানমন্ত্র পাঠ করিয়া পুষ্পটি নিজের মস্তকের উপর রাখিয়া মানসপূজা করিবে। মানসপূজা সম্বন্ধে সনৎকুমারতন্ত্রে উল্লেখ আছে "অকৃত্বা মানসং যাগং ন কুর্য্যাদ্বহিচ্চর্নম্"। মানসপূজা না করিয়া বাহ্যপূজা করিতে নাই। যথাবিধি মানসপূজা— হৃৎপদ্ম আসন। শিরস্থ অধোমুখ সহস্রদল পদ্ম হইতে গলিত যে অমৃত, তাহা পাদ্য। মন অর্ঘ্য। উক্ত অমৃত আচমনীয়। উক্ত অমৃত স্নানীয় জল। দেহস্থ আকাশতত্ত্ব বস্ত্র। ক্ষিতিতত্ত্ব গন্ধ। চিত্ত বুদ্ধি) পুষ্প। প্রাণবায়ু ধূপ। তেজস্তত্ত্ব দীপ। হৃদয়ে কল্পিত সুধাসমুদ্র নৈবেদ্য। অনাহতধ্বনি (বক্ষস্থলের শব্দ) বাদ্য। বায়ুতত্ত্ব চামর। শিরস্থ সহস্রদল পদ্ম ছত্র। শব্দতত্ত্ব গীত। ইন্দ্রিয়কর্ম্ম নৃত্য॥ বাহ্যপূজার উপকরণাদি মনে মনে নিবেদন করিবারও বিধান আছে।

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান :—

স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্ত-মনারতং।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।
আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ॥
পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ।
মুক্তাহার-লসৎপীন-তুঙ্গস্তন-ভরানতাঃ।
স্রস্ত ধম্মিল্ল-বসনা মদস্খলিত-ভাষণাঃ।
দন্তপঙ্‌ক্তি প্রভোদ্ভাসি স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ।
বিলোভয়ন্তীর্বিবিধৈ-র্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ভিতৈঃ॥

ফুল্লেন্দীবরকান্তি-মিন্দুবদং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্ক-মুদার-কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-তনুং গো-গোপ-সংঘাবৃতং
গোবিন্দং কমলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥ ৪০ ॥

অর্থ :—পুণ্ডরীকাক্ষ (পদ্মলোচন) শ্রীগোবিন্দকে এইরূপে ধ্যান করিবে। রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনে বহুসহস্র গোপকন্যা তাঁহাদের নয়নরূপ ভ্রমরকুলকে কৃষ্ণের নিজ মুখরূপ কমলে প্রেরণ করিতেছেন অর্থাৎ গোপকন্যারা লোলুপনয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন ; তাঁহারা কামবাণে পীড়িত হইয়া অনেকক্ষণ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে উৎসুক হইয়াছেন ; তাঁহারা মুক্তাহারে শোভিত এবং স্থূল ও উন্নত স্তনভারে নত হইয়া পড়িয়াছেন ; তাঁহাদের কবরী ও বসন খসিয়া পড়িয়াছে ; মধুপান করায় তাঁহাদের বাক্যস্খলন হইতেছে ; দন্তপঙ্‌ক্তির আভায় উদ্ভাসমান ও কম্পমান অধর দ্বারা তাঁহারা শোভিত হইতেছেন ; হৃদয়ভাবপ্রকাশক বিবিধ বিলাসে সেই গোবিন্দের মন ভুলাইতে তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন ; এবম্ভুত গোপকন্যাদিগকে যিনি সতত মোহিত করিতেছেন। প্রফুল্ল নীল-পদ্মের ন্যায় যাঁহার বর্ণ. চন্দ্রের ন্যায় যাঁহার মুখ, যিনি ময়ূরপুচ্ছকে মস্তকের ভূষণ করিতে ভালবাসেন, যাঁহার বক্ষে শ্রীবৎস (একপ্রকার জড়ুর চিহ্ন), যিনি বৃহৎ কৌস্তুভমণি গলদেশে ধারণ করিতেছেন, যিনি পীতাম্বর ও সুন্দর, গোপীগণ নীলপদ্মসদৃশ আপন আপন নয়ন-দ্বারা যাঁহার মূর্ত্তিকে অর্চ্চনা করেন অর্থাৎ সর্ব্বদা দর্শন করেন যিনি গো ও গোপাসমূহে পরিবেষ্টিত, যিনি মধুর ধ্বনিবিশিষ্ট বেণুর বাদনে

তৎপর ও সর্ববাঙ্গে উৎকৃষ্ট ভূষণধারী, সেই গোবিন্দকে ভজনা করি।
॥ ৪০ ॥

আবশ্যকবোধে এইস্থানে শ্রীগোপালের ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র লিখিত হইল :—

শ্রীগোপালের ধ্যান

পঞ্চবর্ষমতিদৃপ্তমঙ্গনে ধাবমানমতিচঞ্চলেক্ষণং।
কিঙ্কিণীবলয়হারনূপুরে,-রঞ্জিতং নমত গোপবালকং ॥

অর্থ :—পঞ্চবর্ষবয়স্ক, অতিদুর্দ্দান্ত, প্রাঙ্গণে ধাবমান, অতিচঞ্চল-নয়ন এবং ঘুঙুর, বালা, হার ও নূপুরে ভূষিত গোপবালককে প্রণাম কর।

পূজা মন্ত্র—ওঁ ক্লীং গোপালায় নমঃ।

প্রণাম-মন্ত্র

নীলোৎপলদলশ্যামং যশোদানন্দনন্দনং।
গোপিকা-নয়নানন্দং গোপালং প্রণমাম্যহং ॥

অর্থ :—নীলপদ্মের দলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, যশোদা ও নন্দের পুত্র, গোপীগণের নয়নানন্দদায়ক গোপালকে আমি প্রণাম করি।

শ্রীগোপাল বিগ্রহের পূজা করিতে হইলে ওঁ ক্লীং শ্রী কৃষ্ণায় নমঃ না বলিয়া ওঁ ক্লীং গোপালায় নমঃ বলিতে হইবে।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন : ভূমির উপর স্ববামে জল দিয়া ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, তাহার বাহিরে গোলাকৃতি মণ্ডল এবং তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবে। ঐ মণ্ডলের উপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূজা

করিতে হইবে। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।
" " " ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ।
" " " ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ।
" " " ওঁ অনন্তায় নমঃ।
" " " ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।

"ফট্" মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র (জলশঙ্খ) প্রক্ষালন করিয়া ত্রিপদির উপর রাখিয়া স্ববামে অঙ্কিত ও পূজিত মণ্ডলের উপর স্থাপন করতঃ "নমঃ" এই মন্ত্রে জলপূর্ণ করিয়া তাহার অগ্রভাগে অর্ঘ্য (তুলসীপত্র, দুর্ব্বা, পুষ্প, আতপতণ্ডুল ও গন্ধ) স্থাপন করিয়া অঙ্কুশ মুদ্রাদ্বারা জলশুদ্ধি করিবে।

জলশুদ্ধি :—ওঁ গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

শঙ্খের উপর ধেণুমুদ্রা দেখাইবে পরে মৎস্যমুদ্রাদ্বারা ঐ জল আচ্ছাদন করিয়া ৮ বার প্রণব বা ক্লীং বীজ জপ করিবে। পরে ত্রিপদি ও শঙ্খের উপর পূজা করিবে।

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাব্যাপ্তাত্মনে দেবার্ঘ্য-পাত্রাসনায় নমঃ।
" " " ওঁ অং অকমণ্ডলায় দ্বাদশাকলাব্যাপ্তাত্মনে দেবার্ঘ্যপাত্রায় নমঃ।
" " " ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাব্যাপ্তাত্মনে দেবার্ঘ্যপাত্রামৃতায় নমঃ।

তৎপরে অর্ঘ্যপাত্রের কিঞ্চিৎ জল কুশিতে ঢালিয়া সেই জল আপন মস্তকে ও পূজার সকল দ্রব্যে প্রক্ষেপ করিবে।

আবাহন :—আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শনকরতঃ ওঁ কৃষ্ণ দেবতা ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ; ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ ; ইহ সন্নিধেহি ; ইহসন্নিরুধস্ব ; অত্রাধিষ্ঠানং কুরু ; মম পূজাং গৃহাণ ॥

করন্যাস :- ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ক্লীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ক্লূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ক্লৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ক্লৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥

অঙ্গন্যাস :—ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ। ক্লীং শিরসে স্বাহা। ক্লূং শিখায়ৈ বষট্। ক্লৈং কবচায় হুং। ক্লৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥

কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানমন্ত্র পাঠ করিয়া সেই পুষ্পটি সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান :—

ওঁ স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্ত-মনারতং।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।
আত্মানো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ॥
পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ।
মুক্তাহার-লসৎপীন-তুঙ্গস্তন-ভরানতাঃ।
স্রস্ত-ধম্মিল্ল-বসনা মদস্খলিত-ভাষণাঃ।
দন্তপঙ্ক্তি-প্রভোদ্ভাসি-স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ।

বিলোভয়ন্তীর্বিবিধৈ-র্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ভিতৈঃ ॥
ফুল্লেন্দীবরকান্তি-মিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্ক-মুদার-কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং ।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-তনুং গো-গোপ সংঘাবৃতং
গোবিন্দং কমলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষণং ভজে ॥

আসন :—এতে গন্ধ-পুষ্পে এতৎ রজতাসনায় নমঃ ।
১ " " " এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।
" " " এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ।

ওঁ সর্ববান্তর্যামিণে দেব সর্ব্ববীজময়ং ততঃ ।
আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমানসনং কল্পয়াম্যহম্ ॥
ওঁ ইদমাসনং সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ।

অর্থ :—হে দেব! আপনি সকলের অন্তর্যামী এবং আত্মরূপে সকলের মধ্যে স্থিত আছেন, এইজন্য আপনাকে আমি সর্ববীজস্বরূপ উত্তম ও শুদ্ধ আসন সমর্পণ করিতেছি ॥

স্বাগত :- ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবা ব্রহ্মহরাদয়ঃ ।
২ জোড়হস্তে কৃপয়া দেবদেবেশ মদগ্রে সন্নিধৌ ভব ॥

অর্থ :—ব্রহ্মা, শিবাদি যাঁহার দর্শনের জন্য লালায়িত রহেন, হে দেবদেবেশ! আপনি সকলের আরাধ্য, আপনি দয়া করিয়া আমার সম্মুখে আগমন করুন ॥ হে পরমেশ্বর! হে প্রভো! আপনাকে স্বাগত করিতেছি, স্বাগত করিতেছি ।

আবাহন :—ওঁ কৃতার্থোহনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং তু মে।
৩ অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া প্রার্থনা
যদাগতোঽসি দেবেশ চিদানন্দময়াব্যয় ॥
অজ্ঞানদ্বা প্রমাদাদ্বা বৈকল্যাৎ সাধনস্য চ।
যদপূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং তথাপ্যভিমুখো ভব ॥
ওঁ ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং আবাহয়ামি স্থাপয়ামি।

অর্থ :– হে বিজ্ঞানানন্দঘন ! হে অবিনাশী ! হে দেবেশ ! আপনি যে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আপনি বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই আমার জীবন সফল হইয়াছে। অজ্ঞান, অসাবধানতা অথবা সাধনার ন্যূনতার কারণ আমি আপনার পূজা পূর্ণভাবে করিতে অক্ষম, তথাপি হে প্রভো ! আপনি কৃপা করিয়া আমার সম্মুখে অবস্থান করুন ॥

পাদ্য :—এতে গন্ধ-পুষ্পে এতৎ পাদ্যায় নমঃ।
কুশীতে জল লইয়া ৪ " " " এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
" " " এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাত পরমানন্দসম্ভবঃ।
তস্মৈ তে পরমেশান পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে ॥
ওঁ পাদয়োঃ পাদ্যং সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ :—যাঁহার বিন্দুমাত্র ভক্তির সংস্পর্শ হইলে হৃদয় পরমানন্দ-ধারার উদ্‌গম স্থান হইয়া যায়, হে পরমেশ্বর ! আপনার সেই বিশুদ্ধস্বরূপকে আমি পাদ্য অর্থাৎ পা ধুইবার জল সমর্পণ করিতেছি।

আচমনীয় :—এতে-গন্ধ পুষ্পে এতং আচমনার্থে উদকায় নমঃ।

৫ " " " এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

কুশীতে জল লইয়া " " " এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে।
আচামং কল্পয়ামীশ সুধায়া স্রুতিহেতবে॥

ওঁ মুখে আচমনীয়ং সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ : - হে ঈশ! আপনি সমস্ত দেবতাদিগেরও দেষতা—আরাধ্য দেব। অধিকন্তু স্বয়ং আপনিই দেবতাদিগের মধ্যে দেবত্বরূপে প্রকটিত আছেন। আপনি সুধার মূলস্রোত, অতএব সুধাক্ষরণের জন্য আচমনীয় সমর্পণ করিতেছি॥

অর্ঘ্য :—এতে গন্ধপুষ্পে ইদম্ অর্ঘ্যায় নমঃ।

৬ " " " এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

কুশীতে অর্ঘ্য " " " এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

সাজাইয়া ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণম্।
তাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্॥

ওঁ মস্তকে অর্ঘ্যং সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ : হে প্রভো! আপনার অর্ঘ্য তিনতাপ (আধ্যাত্তিক = শারীরিক ও মানসিক, আধিদৈবিক = দৈব বা আকস্মিক প্রাকৃতিক আধিভৌতিক = হিংস্র প্রাণি কর্তৃক।) অর্থাৎ দুঃখ হরণকারী, দিব্য এবং পরমানন্দস্বরূপ, এইজন্য তিনতাপ হইতে মুক্তি পাইবার হেতু আমি আপনাকে অর্ঘ্য সমর্পিত করিতেছি॥ অর্ঘ্য দেবতার মস্তকে দিতে হয়।

মধুপর্ক :—এতে গন্ধপুষ্পে কাংশপাত্রস্থ এষ মধুপর্কায় নমঃ।
৭ " " " এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
কাঁশার বাটিতে " " " এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ
দধি, ঘৃত, মধু, চিনি ও ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুধাত্মকম্।
জল মিলিত করিয়া মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে।
মুখে ওঁ মধুপর্কং সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ :—হে দেব! আপনি সকল পাপ এবং উহার কারণসমূহ হইতে মুক্ত। আপনার জন্য আমি এই পরিপূর্ণ সুধাত্মক মধুপর্ক সমর্পণ করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহা গ্রহণ করুন।

আচমনীয় :—এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ আচমনার্থে উদকায় নমঃ।
৮
কুশিতে জল লইয়া " " " এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
" " " এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ওঁ সর্ব্বতীর্থসমাযুক্তং সুগন্ধিং নির্ম্মলং জলম্।
আচম্যতাং ময়া দত্তং গৃহীত্বা পরমেশ্বর ॥
ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপি অশুচির্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্ ॥

মুখে ওঁ আচমনীয়ং সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ :—হে পরমেশ্বর! সর্ব্বতীর্থের নির্ম্মল ও সুগন্ধি জল আপনাকে মুখ ধুইবার জন্য প্রদান করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা গ্রহণ করুন ॥

যাঁহাকে স্মরণ-করামাত্র উচ্ছিষ্ট অথবা অপবিত্রও পবিত্র হইয়া যায়, তিনিই আপনি। আপনার জন্য আমি আচমনীয় জল পুনরায় সমর্পণ করিতেছি ॥

স্নানীয় ঃ—এতে গন্ধপুষ্পে স্নানীয় শুদ্ধোদকায় নমঃ।

৯

কুশিতে জল লইয়া " " " এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
" " " এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ওঁ পরমানন্দবোধাব্ধি নিমগ্ননিজমূর্ত্তয়ে।
সাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়ামি অহং ঈশ তে ॥
ওঁ স্নানার্থজলং সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ ঃ—হে ঈশ! আপনি আপনার পরমানন্দস্বরূপ জ্ঞানসাগরে স্বয়ং নিমগ্ন আছেন। আপনার সাঙ্গপাঙ্গ সহিত স্নানের জন্য এই জল আমি অর্পণ করিতেছি।

বস্ত্র ঃ—এতে গন্ধপুষ্পে পরিধানার্থে বস্ত্রায় নমঃ।

১০ ,, ,, ,, এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
,, ,, ,, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ওঁ মায়াচিত্রপটাচ্ছন্ন নিজগুহ্যোরুতেজসে।
নিরাবরণবিজ্ঞান বাসস্তে কল্পয়াম্যহম্ ॥
ওঁ বস্ত্রং সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ ঃ—আপনি আপনার পরমজ্যোতির্ময় এবং গুহ্যস্বরূপ মায়ার বিচিত্র বস্ত্রদ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে আপনি আবরণ রহিত বিজ্ঞানস্বরূপ। এমন যে আপনি, তাঁহার জন্য আমি বস্ত্র সমর্পণ করিতেছি ॥

উত্তরীয় ঃ—এতে গন্ধপুষ্পে আচ্ছাদনার্থে বস্ত্রখণ্ডায় নমঃ।
১১ ,, ,, ,, এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
,, ,, ,, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ওঁ যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎসম্মোহিনী সদা।
তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্ ॥
ওঁ উত্তরীয়ং সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ ঃ—যাঁহার আশ্রয় লইয়া মহামায়া সদা জগৎকে মোহিত করেন, আপনি সেই পরমেশ্বর। আপনার জন্য আমি উত্তরীয় সমর্পণ করিতেছি ॥

যজ্ঞোপবীত ঃ—এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ যজ্ঞসূত্রায় নমঃ।
১২ ,, ,, ,, এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
,, ,, ,, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ওঁ যস্য শক্তিত্রয়েণেদং সম্প্রোতমখিলং জগৎ।
যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়ে ॥
ওঁ যজ্ঞসূত্রং সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ ঃ—যাঁহার সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়রূপ তিন শক্তি দ্বারা এই জগৎ গ্রথিত হইয়াছে; যিনি স্বয়ং যজ্ঞসূত্র; তাঁহার জন্য আমি যজ্ঞোপবীত সমর্পণ করিতেছি ॥

আভূষণ ঃ—এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ রজতাভরণায় নমঃ।
১৩ ,, ,, ,, এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
,, ,, ,, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে।
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়ামি সুরার্চিত॥
ওঁ রজতাভরণং সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ ঃ—হে সুরপূজিত! আপনার প্রত্যেক অঙ্গ স্বভাবতঃই পরম সুন্দর, পরম মনোহর। আপনি স্বয়ং সকল শক্তির আশ্রয়। আপনার জন্য আমি বিচিত্র ভূষণ অর্পণ করিতেছি॥

জল ঃ—এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ জলায় নমঃ।
কুশিতে জল ,, ,, ,, এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
লইয়া ,, ,, ,, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।
১৪

ওঁ সমস্ত দেবদেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরম্।
অখণ্ডানন্দসম্পূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমম্॥
ওঁ জলং সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ ঃ—হে সকল দেবদেবেশ্বর! হে অখণ্ড আনন্দদ্বারা পরিপূর্ণ! আপনার জন্য আমি সকলকে তৃপ্তিপ্রদানকারী এই উত্তম জল সমর্পণ করিতেছি। কৃপয়া আপনি ইহা গ্রহণ করুন।

গন্ধ :— এতে গন্ধ পুষ্পে এষ গন্ধায় নমঃ।
তুলসী পাতায় ,, ,, ,, এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
চন্দন লইয়া ,, ,, ,, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায়
১৫ নমঃ।

ওঁ পরমানন্দসৌরভ্য পরিপূর্ণদিগন্তরম্।
গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর॥
ওঁ গন্ধং সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ :—হে পরমেশ্বর! যাঁহার পরমানন্দময় সুরভিদ্বারা দিগ্-দিগন্ত পরিপূর্ণ হইয়া আছে—আপনার জন্য সেই পরম গন্ধ আমি সমর্পণ করিতেছি। আপনি কৃপা করিয়া উহা গ্রহণ করুন॥

পুষ্প ও মাল্য :—এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ পুষ্পমাল্যায় নমঃ।
১৬ ,, ,, এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
,, ,, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং
শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ওঁ তুরীয়ং গুণসম্পন্নং নানাগুণমনোহরম্।
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতাম্ ইদমুত্তমম্
ওঁ মাল্যাদীনি সুগন্ধীনিমাল্যতাদীনি প্রভো।
ময়া আনীতানি পুষ্পাণি গৃহাণ পরমেশ্বর॥

ওঁ পুষ্পং পুষ্পমাল্যং চ সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ :—ত্রিগুণাতীত, গুণযুক্ত, অনেক গুণদ্বারা মনোহর, আনন্দ-সৌরভসম্পন্ন, এই উত্তম পুষ্প আমি আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। ইহা আপনি গ্রহণ করুন।

হে প্রভো! হে পরমেশ্বর! আমি নানা সুগন্ধ পুষ্পের মাল্যাদি আপনার জন্য আনায়ন করিয়াছি; আপনি কৃপা করিয়া উহা গ্রহণ করুন।

তুলসী :—এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ তুলসীদলায় নমঃ।

১৭ ,, ,, এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

,, ,, এতৎ সম্প্রাদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ওঁ তুলসীং হেমরূপাং চ রত্নরূপাং চ মঞ্জরীন্।
ভবমোক্ষপ্রদাং তুভ্যমর্পয়ামি হরিপ্রিয়াম্॥
ওঁ তুলসীদলং নিবেদয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ :—তুলসী হেমরূপা, মঞ্জরী রত্নরূপা এবং ভবসাগর হইতে মুক্তি প্রদানকারী। হে হরিপ্রিয়া তুলসী দেবী, তোমায় শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিতেছি।

ধূপ :—এতে গন্ধপুষ্পে এষ ধূপায় নমঃ।

১৮ ,, ,, এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

,, ,, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

ওঁ ধূপং আঘ্রাপয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ ঃ - বনস্পতিসমূহের রস হইতে সংগৃহীত, দিব্য, সুগন্ধপূর্ণ, নিখিল দেবগণের আঘ্রাণ করিবার যোগ্য এই সুমনোহর ধূপ আমি আপনাকে অর্পণ করিতেছি। আপনি কৃপয়া ইহা গ্রহণ করুন ॥

দীপ ঃ—এত গন্ধপুষ্পে এষ দীপায় নমঃ।

১৮ ,, ,, এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

,, ,, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতাস্তিমিরাপহঃ।

সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

ওঁ দীপং দর্শয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ ঃ—পরম তেজসম্পন্ন, ভিতর এবং বাহির জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্বদিকের অন্ধকারদূরকারী যে উত্তম আলোকময় যে মহান্ দীপ, সেই দীপ আপনি কৃপয়া গ্রহণ করুন।

নৈবেদ্য ঃ—এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যায় নমঃ।

ফল, মাখম, ,, ,, ,, এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

মিছরী, মিষ্টি ,, ,, ,, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায়

ইত্যাদি। নমঃ।

১৯ ওঁ শর্করাঘৃতসংযুক্ত মধুরং স্বাদু চোত্তমন্।

উপহারসমাযুক্তং নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

ওঁ সৎপাত্রসিদ্ধং সুহবির্ব্বিবিধানেকভক্ষণম্॥

নিবেদয়ামি দেবেশ সানুগায় গৃহাণ তৎ॥

ওঁ নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ :—শর্করাঘৃতযুক্ত মধুর সুস্বাদু উত্তম উপহার নৈবেদ্য আপনাকে সমর্পণ করিতেছি ; আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা গ্রহণ করুন।

হে দেবেশ! পবিত্র পাত্রে পক্ক, অনেক এবং বিবিধ প্রকারের খাদ্যসামগ্রী সহ এই উত্তম নৈবেদ্য অনুচরদিগের সহিত আপনার সেবার জন্য সমর্পণ করিতেছি। আপনি কৃপা করিয়া ইহা গ্রহণ করুন।

পানীয় জল :—এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ পানীয় জলায় নমঃ।
গ্লাসে জল " " ,, এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
২০ " ,, " এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ওঁ সমস্তদেবদেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরম্।
অখণ্ডাসন্দসম্পূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমম্॥
ওঁ পানীয় জলং সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ :—সমস্ত দেবদেবেশ্বর! হে অনন্ত আনন্দদ্বারা পরিপূর্ণ! আপনার জন্য আমি সকলকে তৃপ্তিপ্রদানকারী এই উত্তম জল সমর্পণ করিতেছি। কৃপা করিয়া আপনি ইহা গ্রহণ করুন।

আচমনীয় :—এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ আচমনীয় জলায় নমঃ।
কুশীতে জল " " ,, এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
লইয়া " " ,, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায়
২১ নমঃ।

ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে।
আচামং কল্পয়ামীশ সুধায়া স্রুতিহেতবে॥
ওঁ এলোশীর লবঙ্গাদি কর্পূর পরিবাসিতম্।
প্রাশনার্থং কৃতং তোয়ং গৃহাণ পরমেশ্বর॥
ওঁ নৈবেদ্যান্তে আচমনীয়ং সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং
শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ ঃ—হে ঈশ! আপনি সমস্ত দেবতাদিগেরও দেবতা—আরাধ্যদেব। অধিকন্তু স্বয়ং আপনিই দেবতাদিগের মধ্যে দেবত্বরূপে প্রকটিত আছেন। আপনি সুধার মূলস্রোত, এতএব সুধাক্ষরণের জন্য আচমনীয় জল সমর্পণ করিতেছি।

এলাচি, লবঙ্গ, কর্পূরাদি সুগন্ধ দ্রব্যদ্বারা সুবাসিত জল, হে পরমেশ্বর! আপনার মুখ প্রক্ষালনের জন্য অর্পণ করিতেছি। আপনি কৃপা করিয়া ইহা গ্রহণ করুন।

পুনরাচমনীয় ঃ— এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ পুনরাচমনার্থে জলায় নমঃ ঃ
কুশিতে জল লইয়া " " " এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
২ঃ " " " এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং
শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ওঁ উচ্ছিষ্টোপি অশুচির্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্॥
ওঁ পুনরাচমনার্থে জলং সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং
শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ :—যাঁহাকে স্মরণকরামাত্র উচ্ছিষ্ট অথবা অপবিত্রও পবিত্র হইয়া যায়, তিনিই আপনি। আপনার মুখ ধুইবার জন্য আমি পুনরায় জল সমর্পণ করিতেছি।

তাম্বূল :—এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ তাম্বূলায় নমঃ।
২৩ „ „ „ এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
„ „ „ এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ওঁ পূগীফলং মহদ্ দিব্যং নাগবল্লীদলৈর্যুতম্।
এলাচূর্ণাদিসংযুক্তং তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

ওঁ এলাচলবঙ্গকর্পূরাদি সহিতং তাম্বূলং সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ :—এলাচি, লবঙ্গ, কর্পূর ও সুপারীসংযুক্ত দিব্য পান আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহা গ্রহণ করুন। পরে নৈবেদ্যের উপর দশবার ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ জপ করিবে এবং সাথে সাথে ভাবনা করিবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করিতেছেন। জপান্তে শ্রীকৃষ্ণের চরণে তিনবার

ওঁ নানাসুগন্ধপুষ্পাণি যথাকালোদ্ভবানি চ।
পুষ্পাঞ্জলিঃ ময়া দত্তং গৃহাণ পরমেশ্বর॥

"এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে। পরে শ্রীকৃষ্ণের বীজমন্ত্র অথবা প্রাপ্ত কৃষ্ণমন্ত্র ১০৮বার কিংবা সমর্থ হইলে ১০০৮বার জপ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে জপ সমর্পণ

করিবে। কুশিতে একটু জল লইয়া শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ হস্তের উদ্দেশ্যে টাটের উপর অর্পণ করিবে।

জপ সমর্পণ ঃ—ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ জনার্দন ॥

কৃষ্ণ প্রণাম ঃ—ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
ওঁ হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥

যদি শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকা থাকেন তাহা হইলে পঞ্চোপচারে তাঁহার পূজা ইহার পর করিতে হইবে। সমর্থ হইলে ষোড়শোপ-চারে পূজা করা কর্ত্তব্য।

করন্যাস ঃ—রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যা নমঃ। রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস ঃ—রাং হৃদয়ায় নমঃ। রীং শিরসে স্বাহা। রূং শিখায়ৈ বষট্। রৈং কবচায় হুং। রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

কুর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া নিম্নলিখিত শ্রীরাধিকার ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প আপন মস্তকে দিয়া রাধিকার মানসপূজা করিবে।

শ্রীরাধিকার ধ্যান ঃ—ওঁ অমল-কমল-কান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং
শশধর-সম-বক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাং।
স্তনযুগ-গত-মুক্তা-দামদীপ্তাং কিশোরীং
ব্রজপতি-সুতকান্তাং রাধিকামাশ্রয়েহ হং ॥

অর্থ ঃ—নির্ম্মল পদ্মের ন্যায় যাঁহার বর্ণ, যিনি নীলবসন-পরিধানা ও সুকেশী, চন্দ্রসদৃশ যাঁহার মুখকমল, খঞ্জন পক্ষীর ন্যায় যাঁহার সুন্দর চক্ষু, যিনি সুন্দরী, স্তনদ্বয়ের উপরিস্থিত মুক্তমালায় যিনি উদ্ভাসিতা, যিনি কিশোরবয়স্কা অর্থাৎ নবযুবতী, সেই নন্দসুতের প্রেয়সী রাধিকাকে আমি ভজনা করি।

পুনরায় করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া উপরোক্ত শ্রীরাধিকার ধ্যানমন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ পুষ্প শ্রীরাধিকার চরণে দিয়া পূজা করিবে। এষ গন্ধঃ ওঁ রাং শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ। এতৎ সচন্দন পুষ্পং ওঁ রাং শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ রাং শ্রীরাধিকায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ রাং শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ। এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যায় নমঃ। এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ রাং শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ। ইদমাচমনীয় জলং ওঁ রাং শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ। ইদং পানীয় জলং ওঁ রাং শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ। ইদং তাম্বূলং ওঁ রাং শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ। পরে নৈবেদ্যের উপর দশবার ওঁ রাং শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ বলিয়া জপ করিবে। জপান্তে শ্রীরাধারাণীর চরণে তিনবার "এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ রাং শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ" বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে। পরে শ্রীরাধিকার বীজমন্ত্র রাং দশবার কিংবা ১০৮বার জপ করিবে। জপান্তে একটু জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে জপ সমর্পণ

করিবে। জলটুকু শ্রীরাধারাণীর বাম করে প্রদান করিতেছ এইরূপ চিন্তা করিবে।

জপ সমর্পণের মন্ত্র :—

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্‌ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মাৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি, তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরী ॥

শ্রীরাধিকার প্রণাম :—

ওঁ নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীং।
বৃষভানুসুতাং দেবীং বন্দে রাধাং জগৎপ্রসূং ॥

অর্থ : নবযুবতী, সুবর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গী, পূর্ণানন্দযুক্তা, পতিব্রতা, বৃষভানুর কন্যা, বিশ্ব- জননী শ্রীরাধাদেবীকে প্রণাম করি।

দক্ষিণা :—এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ।

২৪ " " " এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

" " " এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

ওঁ হিরণ্যগর্ভগর্ভস্থং হেমবীজং বিভাবসোঃ।
অনন্তপুণ্যফলদং অতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥
ওঁ দক্ষিণাং সমর্পয়ামি ভগবতে ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অর্থ :—সুবর্ণদ্বারা পরিপূর্ণ খনি হইতে উৎপন্ন কনকের ন্যায় প্রভাযুক্ত, দানে অনন্তপুণ্য ফলদানকারী হে স্বর্ণ! আপনি আমাকে শান্তি প্রদান করুন।

আরতি :—প্রথম ধূপ, দ্বিতীয় দীপমালা (পঞ্চপ্রদীপ ও কর্পূর),

২৫ তৃতীয় জলপূর্ণ শঙ্খ, চতুর্থ ধৌত বস্ত্র, পঞ্চম পল্লব, ষষ্ঠ চামর। পূজকের বাম দিকে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহার উপর আরত্রিক দ্রব্য রাখিয়া ওঁ এতস্মৈ আরত্রিক

ধূপায়, দীপমালায়ৈ, কর্পূর দীপৈ, জলপূর্ণ শঙ্খায়, ধৌত বস্ত্রায়, পল্লবায় ও চামরায় নমঃ বলিয়া ৩বার জলের ছিটা দিবে। পরে ১০বার ক্লীং মন্ত্র জপ করিয়া, বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দাঁড়াইয়া আরতি করিবে। দেবতার চরণে ৪বার, নাভিতে ২বার, মুখে ৩বার এবং সর্ব্বঙ্গে ৭বার ঘুরাইবে। শঙ্খদ্বারা আরতি করিবার সময় প্রতেক অঙ্গের আরতির পর একটু একটু জল ভূমিতে বা টাটে ফেলিবে

প্রদক্ষিণ ঃ—দেবতাকে আপন দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া পরিভ্রমণ করাকে প্রদক্ষিণ বলে। প্রদক্ষিণকালে (সম্ভব হইলে) দক্ষিণ হস্তে অর্ঘ্যযুক্ত জলশঙ্খ ধারণ, বাম হস্তে ঘণ্টাবাদন এবং মুখে স্তব উচ্চারণ করিবে। শক্তিকে একবার, সূর্য্যকে সাতবার এবং অন্যান্য দেবতাকে তিনবার প্রদক্ষিন করিতে হয়। শিবের প্রদক্ষিণ অর্দ্ধচন্দ্রবৎ অর্থাৎ দক্ষিণ দিক হইতে বায়ুকোণ (অর্থাৎ উত্তর ও পশ্চিমদিকের মধবর্ত্তী কোণ) পর্য্যন্ত গিয়া, পিছু হাটিয়া আবার দক্ষিণদিকে আসিবে। এইরূপ তিনবার করিলে অধিক ফল হয়। দেবীপুরাণে উক্ত আছে—একীভূতমনা রুদ্রে যঃ কুর্য্যাৎ ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্। ছিন্নস্তেন ভবগ্রন্থির্ন তস্য পুনরুদ্ভবঃ॥

প্রদক্ষিণ করিতে করিতে দেবতার স্তব অথবা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

প্রার্থনা ঃ—ওঁ যানি কানি চ পাপানি জন্মান্তরকৃতানি চ।
তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তু প্রদক্ষিণে পদে পদে॥
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমোঃ॥
হে কৃষ্ণ করুণসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥

প্রণাম ঃ—ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজঙ্‌ঘ্রয়ে॥
কস্তূরীতিলকং ললাটপটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে বরমৌক্তিকং করতলে বেণুঃ করে কঙ্কণম্।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলী
গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ॥

পূজাকর্ম্ম সমর্পণ ঃ—হাতে একটু জল লইয়া বলিবে ওঁ অনেন যথাশক্তি কৃতেন ষোড়শোপচারদ্বারা পূজনেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীয়তাম্, ন মম॥

যদি পূজা অন্যের দ্বারা করান হইয়া থাকে তাহা হইলে পূজকের দক্ষিণা এই ভাবে করিবে।

পূজকের দক্ষিণা ঃ—'ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ' বলিয়া দক্ষিণার উপর একবার জলের ছিটা দিবে। 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ' বলিয়া দক্ষিণার উপর গন্ধপুষ্প দিয়া বাম হস্তে (উপুড় হাতে) ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে কুশ বা ত্রিপত্র

ধরিয়া বলিবে "বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামনয়া মৎসঙ্কল্পিত শ্রীকৃষ্ণপূজনকর্ম্মণি কৃতৈতৎ পূজনকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং অমুক গোত্রায় শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণে (পূজকের গোত্র ও নাম) পূজকায় ব্রাহ্মণায় তুভ্যং সম্প্রদদে।" বলিয়া দক্ষিণার উপর জলপ্রোক্ষণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের অর্থাৎ পুরোহিতের হস্তে প্রদান করিবে।

অচ্ছিদ্রাবধারণ :—হাতে একটু জল লইয়া বলিবে "ওঁ কৃতৈতৎ শ্রীকৃষ্ণপূজনকর্ম্মচ্ছিদ্রমস্তু" বলিয়া জলটুকু টাটের উপর ফেলিবে।

বৈগুণ্য সমাধান :—বামহস্ত-সংযুক্ত দক্ষিণ হস্তে কুশ বা ত্রিপত্র সহ তিল হরীতকী জলে ধরিয়া বলিবে "বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা কৃতেহস্মিন্ কর্ম্মণি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমানায় বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ দশবার জপ করিয়া বলিবে —

ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্ বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥
ওঁ যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং হরের্নামানুকীর্ত্তণাৎ॥
শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ। এক গণ্ডুষ জল লইয়া

ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগতুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।
এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায়ার্পিতমস্তু। বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ঐ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।

অর্থ:—অজ্ঞানবশতঃ অথবা মোহবশতঃ যজ্ঞে অর্থাৎ পূজাদি কার্য্যে যাহা স্খলিত হয় (যে ত্রুটি ঘটে), তাহা বিষ্ণুর স্মরণেই পূর্ণ হইয়া থাকে, ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন।

আমি জানিয়া অথবা না জানিয়া যে কর্ম্ম অসম্পূর্ণ করিয়াছি, হরিনাম উচ্চারণে তৎসমস্ত সম্পূর্ণ হউক।

সর্ব্বযজ্ঞের ঈশ্বর পদ্মলোচন হরি প্রসন্ন হউন। তিনি জগন্ময় বলিয়া তিনি তুষ্ট হইলে জগৎ তুষ্ট হয়, তাঁহাকে প্রীত করা হইলে জগৎকে প্রীত করা হইয়া থাকে।

এই কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণকে অর্পিত হউক অর্থাৎ এই কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করিলাম। *

---

* দীক্ষিতের শ্রীকৃষ্ণপূজা সঙ্কলন করিতে কয়েকখানি পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি। তাহার মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধির আহ্নিককৃত্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকর্ত্তাদের লিখিত পুস্তকের সাহায্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

নারায়ণানন্দ তীর্থ

ঃ দণ্ডীস্বামী শ্রীনারায়ণানন্দ তীর্থ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ঃ
পুস্তকাবলী

১। অদ্ভুত রামায়ণ ও অধ্যাত্মরামায়ণের অন্তর্গত 'শ্রীরামগীতা'।
(মূল সংস্কৃত শ্লোকসহ সরল বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা। মূল্য ৩৲)

২। ভগবান্ শ্রীশ্রীআদিশঙ্করাচার্য্য প্রণীত 'বিবেক-চূড়ামণি'।
(মূল সংস্কৃত শ্লোকসহ সরল বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা।
মূল্য ৩॥৹ টাকা)

৩। অজ্ঞাত বনকুসুম
(সন্ন্যাসী, তপস্বী, যোগী ও ভক্তদিগের সংক্ষীপ্ত জীবনী সংগ্রহ। মূল্য ৩৲)

৪। ভগবান্ শ্রীশ্রীআদিশঙ্করাচার্য্য বিরচিত 'ব্রহ্মানুচিন্তনম্'।
(মূল সংস্কৃত শ্লোক, অন্বয়সহ সরল বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা।
মূল্য ৩৲)

৫। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, পদ্মবিভূষণ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা।
মূল্য ২৲ টাকা

৬। দীক্ষিতের শ্রীশ্রীকৃষ্ণপূজা
(বিস্তারিত পূজাপদ্ধতি। মূল্য ১॥৹ টাকা)

— প্রাপ্তিস্থান —

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম

৯৪, ভাদৈনী, বারাণসী-২২১০০১